Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া ইসলাম

রোলঃ 216021349

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া ইসলাম

রোলঃ 216021349

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সবরের সুফল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিয়া ইসলাম, আইডিঃ 216021349 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সবরের সুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Samia

(স্বাক্ষর)

সামিয়া ইসলাম

আইডিঃ 216021349

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

উসূচিপত্র

ভূমিকা
১. সবরের পরিচয়
২. সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ
৩. স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সবরের নামান্তর
৪. সহজ সবর ও কঠিন সবর
৫. ধৈর্য্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিচারে সবরের প্রকার
৬. শরীয়তের পঞ্চ আহকামের বিচারে সবরের প্রকার
৭. হারাম সবরের উদারহণ
৮. মাকরুহ সবর
৯. মুবাহ সবর
১০. সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা
১১. সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান
১২. প্রবৃত্তির চাহিদার অনুকূল বস্তুতে সবর
১৩.দ্বীনি দাওয়াতে সবর
১৪. তালিবে ইলমের সবর
১৫. রিযিকের পেরেশানিতে সবর
১৬. পারিবারিক জীবনে ধৈর্য্যের সুফল
১৭. সুখ ও সমৃদ্ধিতে সবর
১৮. সবর ইমানের অর্ধেক
১৯. সবরকারীদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা
২০. সাহাবা ও সালাফদের দৃষ্টিতে সবর
২১. আম্বিয়া (আ:) দের জীবনে সবর-

- রাসুল (সা.)
- ইবরাহিম (আ.)
- মুসা (আ.)
- নুহ (আ.)
- ঈসা (আ.)
- ইউসুফ (আ.)
- আইয়ুব (আ.)

২২. কুরআন থেকে সবরের গুরুত্ব

২৩. হাদিস থেকে সবরের গুরুত্ব
২৪. সবর বাড়ানোর উপায়
উপসংহার

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার' যিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বোচ্চ সাহায্যকারী। দরুদ ও সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারের প্রতি।

একজন প্রকৃত মানুষের মাঝে যে বিশেষ গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, 'ধৈর্য্য' তার মধ্যে অন্যতম একটি। ধৈর্য্য মানুষের চরম দূর্দশা, দুরবস্থা ও কষ্টের মাঝেও নিরাশা হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে, মনোশক্তি জোগায় এবং আল্লাহর ইবাদতে দৃঢ়তা আনে । প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অবস্থায় তাকে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হয়। সামান্য এদিক-সেদিক হলেই শয়তান এসে পদস্খলন ঘটায়। পরীক্ষার ধরণও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কাউকে পরীক্ষা করা হয় সম্পদ দিয়ে যে, সে এর শোকর করে কিনা, যথাযথভাবে এর হক আদায় করে কিনা। আবার কাউকে পরীক্ষা করা হয় দারিদ্রতা দিয়ে যে, সে এতে সবর করে কিনা, সন্তুষ্টি ও রিজা প্রকাশ করে কিনা। কাউকে পরীক্ষা করা হয় সুস্থতা দিয়ে যে, সে তা কাজে লাগায় কিনা, অগ্রগামী হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে কিনা। আর কাউকে পরীক্ষা করা হয় অসুস্থতা দিয়ে যে, সে এ হালতে সবর করে কিনা, মানুষের কাছে অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়ায় কিনা।

সবর এমন এক তেজি ঘোড়া, যার গতি শ্লথ হয় না; এমন এক তলোয়ার, যা ভোঁতা হয় না; এমন সৈনিক, যে পরাজিত হয় না; এমন প্রাচীর, যা ধসে পড়ে না। আর ধৈর্য ও সাহায্য- তারা তো দুই সহোদর।

رضيعي لِبَانٍ ثَدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق

'একই মায়ের দুধ খেয়ে বেড়ে উঠেছি আমরা। গভীর যামিনীর শপথ! আমরা পরস্পরকে কভু ছেড়ে যাব না।"

ধৈর্যই সাহায্য লাভের ভূমিকা; কষ্টই ডেকে আনে সুখ; কঠিনের পরই সহজ-জগতের এই তো রীতি। কোনো দল-বল ও উপায়-উপকরণ ছাড়াই সবর বান্দার জন্য নিয়ে আসে আসমানি নুসরত। শরীরের জন্য মাথা যেমন, সাফল্য লাভে সবরের ভূমিকাও তেমন।

পরম সত্যবাদী, ওয়াদা পূরণকারী মহান আল্লাহ তাঁর শাশ্বত কিতাবে বলেছেন, তিনি সবরকারীদের দান করবেন অফুরন্ত পুরস্কার। আর ঘোষণা করেছেন, তিনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন- তাদের হেদায়েত দেবেন, সাহায্য করবেন এবং দান করবেন সুস্পষ্ট বিজয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

َوَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين

'আর তোমরা সবর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।'

আল্লাহর এই সান্নিধ্য তাদের দান করে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের নিশ্চয়তা। আর রবের অফুরন্ত নেয়ামত তাদের পৌঁছে দেয় সাফল্যের দোরগোড়ায়।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, ধৈর্য ও ক্ষমা এমন এক লাভজনক বিনিয়োগ, যাতে লোকসানের ভয় নেই। কোরআন হাকিমে এসেছে:

ِوَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور

'অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়-এ তো দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।'

সবর ইমান-বৃক্ষের গুঁড়ি, যার ওপর ভর দিয়ে ইমান দাঁড়িয়ে থাকে। বলা যায়, যার সবর নেই তার ইমান নেই-থাকলেও নিতান্ত দুর্বল। এমন দুর্বল ইমানদার আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সঙ্গে। যখন কল্যাণ লাভ করে, তার চিত্ত প্রশান্ত হয় আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়- ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ভাগ্য ছাড়া এদের কিছুই অর্জিত হয় না।
সৌভাগ্যবানরা সবরের মাধ্যমে লাভ করে কল্যাণের জীবন এবং শোকরের মাধ্যমে আরোহণ করে মর্যাদার স্বপ্নচূড়ায়। সবর ও শোকরের ডানা মেলে তারা উড়াল দেয় চিরশান্তির জান্নাত পানে। আর তা কেবল আল্লাহরই অনুগ্রহ; যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। বস্তুত, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ।

১. সবরের পরিচয়
সবর এমন একটি গুণ, যা একজন মুসলমানকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে, তাঁর পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করে। এটি শুধু বিপদে ধৈর্য ধারণ নয়, বরং সকল ক্ষেত্রে ঈমানের দৃঢ়তা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের প্রতীক।
সবর' শব্দের অর্থ- আটকে রাখা ও বাধা দেওয়া। মনকে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা থেকে দূরে রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত করা এবং মুখ চাপড়ানো ও জামা ছেঁড়া থেকে বিরত থাকাই হলো সবর।

কুরআনে সবরকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যেমন:
"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল-আনফাল: ৪৬)
সবরের মাধ্যমে মানুষ কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে এবং আত্মার উন্নতি ঘটাতে পারে। এটি শুধুমাত্র সহ্য করার গুণ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখার প্রকাশ।

২. সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ

সবর শব্দের মূল ধাতু صبر যার অর্থ ধৈর্য ধরা।
কাউকে আটকে রাখলে বলা হয় : صَبَرْتُ فلانًا
অন্য কাউকে দিয়ে আটকানো হলে বলা হয়: صَبَرْتُ فلانًا

হাদিসে এসেছে: 'জনৈক ব্যক্তি এক লোককে আটকে রাখল এবং তৃতীয় ব্যক্তি এসে তাকে হত্যা করে ফেলল। রাসুলুল্লাহ-এর কাছে ফয়সালার জন্য মুকাদ্দামাটি পেশ করা হলে তিনি বললেন,
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُصْبَرُ الصَّابِرِ

'যে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করা হবে এবং যে আটকে রেখেছে তাকে আটকে রাখা হবে।'১
অর্থাৎ তাকে মৃত্যু পর্যন্ত কারাগারে আটকে রাখা হবে, যেমনিভাবে সে লোকটিকে মৃত্যু পর্যন্ত আটকে রেখেছিল।
কাউকে হত্যা করার জন্য আটকে রাখলে বলা হয় : صَبَرْتُ الرَّجُل কাউকে শপথ করতে বাধ্য করলে বলা হয়: صَبَرْتُه বা أصْبَرْت। এই ব্যবহারও সহিহ হাদিসে এসেছে।
রাসুলুল্লাহ বলেন:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرُ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সম্পদ আটকে রাখার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।'২

১. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ১৭৮৯২, সুনানে দারা কুতনি : ৩২৬৯
২. সহিহ বুখারি: ৪৫৪৯

৩. স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সবরের নামান্তর

কুপ্রবৃত্তির ডাকে সাড়া না দেওয়াই হলো সবর। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সবরের রয়েছে বিভিন্ন রূপ। এই রূপান্তরের ফলে এর নামের মধ্যেও এসেছে বৈচিত্র্য। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর দিকে সম্বন্ধিত হয়ে এটি ধারণ করে বিভিন্ন নাম।

- হারাম পন্থায় জৈবিক চাহিদা মেটানো থেকে বিরত থাকার যে সবর, তাকে বলা হয়, الْعِفَّةُ বা সংযম। একে সতিত্বও বলে। এর বিপরীত হলো الزِّنا،الْفُجُوْرُ، الْعُهْرُ বা জিনা, ব্যভিচার, নষ্টামি ইত্যাদি।

- পেটপূজা ও হারাম বস্তু ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা এবং পরিমিত আহার গ্রহণের যে সবর তাকে বলা হয়, شَرَفُ نَفسٍ وَشِبَعُ نفس বা পবিত্রতা ও পরিতৃপ্ততা। এর বিপরীত হলো, شَرَهًا وَدَنَاءةُ وَوَضَاعَةُ نَفْس নীচুতা, ইতরামি ও নিকৃষ্টতা।

- অশ্লীল, অসংলগ্ন ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার যে সবর, তাকে বলা হয়, كِتْمَانُ سِر বা গোপনীয়তা রক্ষা। এর বিপরীত হলো, ، سَبُّ، كَذِبٌ، قَذْفُ، إِذَاعَةُ، إِفْشَاءُ، تُهْمَةُ، فَحْشَاءُ অপপ্রচার, বদনাম, নিন্দা, অশ্লীলতা, গালি, অপবাদ ইত্যাদি।

- অধিক আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকার সবরকে বলা হয়, زُهْد বা দুনিয়াবিমুখতা। এর বিপরীত হলো, حِرْص বা লোভ।

- ক্রোধ দমন করার সবরকে বলা হয়, حِلْم বা সহিষ্ণুতা। এর বিপরীত শব্দ হলো, تسرع বা অসহিষ্ণুতা।

- নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়, صَوْم বা রোজা।

- আলস্য ও কুঁড়েমি থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়, كَيس বা বিচক্ষণতা।

- মানুষকে বিপদ ও কষ্টে ফেলা থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়,مُرُوْءَة বা মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব।

অতএব, প্রতিটি নেককাজ সম্পাদন ও বদকাজ বর্জনে সম্বন্ধিত বস্তুর বিচারে সবরের স্বতন্ত্র নাম রয়েছে; তবে তার ব্যাপক নাম হলো সবর।

৪. সহজ সবর ও কঠিন সবর

সহজ সবর:

সহজ সবর হলো সেই ধৈর্য, যা সাধারণ পরিস্থিতিতে মানুষ সহজেই পালন করতে পারে। যেমন:

- দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সমস্যা মোকাবিলা করা।
- কারও দোষ বা ভুল মাফ করে দেওয়া।
- প্রতিদিনের কাজের চাপে বিরক্ত না হওয়া।
- ক্ষুধা বা তৃষ্ণার সময় সাময়িক ধৈর্য রাখা।

কঠিন সবর:

কঠিন সবর হলো এমন ধৈর্য, যা কঠিন পরিস্থিতিতে পালন করা বেশ কঠিন হয়। যেমন:

- বড় কোনো বিপদে ধৈর্য ধারণ করা।
- প্রিয়জনের মৃত্যু বা বড় ক্ষতির সময় আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা।
- নফসের প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।
- দীর্ঘমেয়াদী রোগ বা দারিদ্র্যের সময় আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট না হওয়া।

সহজ সবর মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়, আর কঠিন সবর আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান লাভের উপায়। উভয়ই জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. ধৈর্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিচারে সবরের প্রকারভেদ

ধৈর্যের (সবরের) প্রকারভেদ ইসলামে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। ধৈর্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এর তিনটি প্রধান প্রকার রয়েছে:

১. আল-মাসিয়াত (পাপ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য):

এটি এমন ধৈর্য যা মানুষকে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। এই ধৈর্য মানে হলো শয়তানের প্ররোচনা ও নিজের নফসের কুপ্রবৃত্তি দমন করা।

- **উদাহরণ:** মিথ্যা কথা বলা, গীবত, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখা।
- এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক এবং ইমানের দৃঢ়তা প্রকাশ করে।

২. আল-তোআত (ইবাদত পালনে ধৈর্য):

এটি আল্লাহর আদেশ ও ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হওয়া। কারণ ইবাদতের জন্য শারীরিক, মানসিক এবং সময়িক ত্যাগের প্রয়োজন হয়।

- **উদাহরণ:**
    - নিয়মিত সালাত আদায় করা।
    - রমজানে রোজা রাখা।
    - হজ বা যাকাতের জন্য সম্পদ ব্যয় করা।
- এই ধৈর্য মানুষকে সৎ পথে অবিচল রাখে।

৩. আল-মুসিবাত (কষ্ট ও বিপদে ধৈর্য):
জীবনের দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ এবং বালা-মুসিবতের সময় ধৈর্য ধারণ করা। এটি এমন এক ধৈর্য যা একজন মুমিনের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে।

- **উদাহরণ:**
    - প্রিয়জনের মৃত্যু সহ্য করা।
    - দারিদ্র্য, রোগ বা অন্য কোনো বিপদে আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট না হওয়া।
    - কোনো কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্যশীল থাকা।
- কুরআনে বলা হয়েছে:

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।" (সূরা আল-বাকারা: ১৫৩)

শায়খ আব্দুল কাদির (রহিমাহুল্লাহ) 'ফুতুহুল গাইব' নামক কিতাবে সবরের বর্ণিত তিনটি প্রকার তুলে ধরতে গিয়ে বলেন:

'আল্লাহর হুকুম পালন করা, হারাম থেকে দূরে থাকা আর তাকদিরের ওপর সবর করা বান্দার অপরিহার্য দায়িত্ব।'

এই কথাটির দুটি দিক আছে। একটি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত দিক, আর অপরটি বান্দার সাথে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত দিক হলো, বান্দার ওপর আল্লাহর দুই ধরনের বিধান জারি হয়- শরয়ি বিধান ও জাগতিক বিধান।

শরয়ি বিধানের সম্পর্ক তাঁর আদেশ-নিষেধের সাথে, আর জাগতিক বিধানের সম্পর্ক সৃষ্টির সাথে। সৃষ্টি যখন আল্লাহর, বিধানও চলবে আল্লাহর।ধৈর্য ঈমানের অঙ্গ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এটি জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং ইহকাল ও পরকালে সফলতার পথ দেখায়। সবর ছাড়া একজন মুমিনের জীবন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।
শরয়ি বিধান আবার দুই প্রকার:

১. উদ্দিষ্ট কাজটি যদি আল্লাহর পছন্দনীয় হয়, তবে তা সম্পাদন করা কাম্য-সেটা ওয়াজিব হিসাবে হোক বা মুস্তাহাব হিসাবে। আর এই বিধান পালনে অবশ্যই সবরের প্রয়োজন হবে।

২. উদ্দিষ্ট কাজটি যদি আল্লাহর অপছন্দনীয় হয়, তবে তা বর্জন করা কাম্য-হারাম হিসাবে হোক বা মাকরুহ হিসাবে। এই হলো আল্লাহর শরয়ি বিধান।

বিপদাপদের ওপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দুটি মত রয়েছে। মত দুটি মূলত ইমাম আহমদ (রহিমাল্লাহ) -এর মাজহাব থেকে উদ্ভূত। বিশুদ্ধতম মত হলো, তা মুস্তাহাব।

জাগতিক বিধান হলো, আল্লাহ তায়ালা যেসব বালা-মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা বান্দার তাকদিরে রাখেন এতে বান্দার কোনো হাত থাকে না। এক্ষেত্রে বান্দার জন্য সবর করা আবশ্যক।

সমগ্র দ্বীনের ভিত্তি এই তিনটি মূলনীতির ওপর:

১. নির্দেশিত বিষয় পালন করা

২. নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করা।

৩. তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

বান্দার সাথে সম্পর্কিত দিক হলো:

যতক্ষণ বান্দা 'মুকাল্লাফ' তথা শরিয়তের বিধানের আওতায় থাকবে, উল্লিখিত মূলনীতি তিনটি মেনে চলা তার জন্য আবশ্যক। নির্দেশ পালন, নিষেধ বর্জন ও তাকদিরে সন্তুষ্টির বিষয়ে আল্লাহর যে দাসত্ব, তার মূল ভিত্তিটিই দাঁড়িয়ে আছে সবরের ওপর-যেমনিভাবে ধানের শীষ দাঁড়িয়ে থাকে তার কাণ্ডের ওপর।

অতএব আল্লাহর আদেশ পালন, হারাম বর্জন ও তাকদিরের ওপর সন্তুষ্টি জ্ঞাপনের পুরো ব্যাপারটি সবরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৬. শরিয়তের পঞ্চ আহকামের বিচারে সবরের প্রকার

সবর পাঁচ প্রকার:

ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ।

ওয়াজিব সবর তিন প্রকার:

১. হারাম থেকে সবর করা বা বিরত থাকা।

২. ওয়াজিব আমলসমূহ আদায়ের ওপর সবর করা।

৩. বালা-মুসিবতের ওপর সবর করা; যাতে বান্দার কোনো হাত নেই। যেমন: রোগ-ব্যাধি, দরিদ্রতা ইত্যাদি।

মুস্তাহাব সবর: ব্যথা ও বেদনায় সবর, মুস্তাহাব আমলসমূহ আদায়ের কষ্টে সবর, অপরাধীর প্রতিশোধ না নিয়ে সবর, সুন্নত ও নফল ইবাদত পালনে ধৈর্যশীল থাকা, অন্যের দ্বারা কষ্ট পাওয়ার পর প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করা, ছোট ছোট অসুবিধা ও পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করা।ইত্যাদি সব মুস্তাহাব সবরের পর্যায়ে পড়ে।

হারাম সবর: হারাম সবরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হলো:

খানাপিনা না খেয়ে সবর করা, যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি জীবন বাঁচানোর জন্য মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু না থাকে, তবে সেগুলো খেয়ে জীবন রক্ষা করতে হবে। না খেলে যদি মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তবে হারাম খাদ্য ভক্ষণ না করে সবর করা হারাম।
ইমাম তাউস ও ইমাম আহমদ(রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি মৃত জন্তু বা রক্ত ব্যতীত খাওয়ার জন্য অন্য কিছু না পায়, তবে সে জীবন রক্ষার খাতিরে সেগুলোই খাবে। যদি সে হারাম খাদ্য বলে সেগুলো না খেয়ে মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।

৭. হারাম সবরের উদারহণ

হারাম সবরের কিছু প্রকার হলো, হিংস্র প্রাণী, সাপ, আগুন, পানি ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষা না করা অথবা হত্যা করতে উদ্যত কাফেরকে বাধা না দেওয়া। তবে মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ করা অথবা ফেতনায় সবর করার কারণে মারা পড়লে গুনাহগার হবে না: বরং এরূপ অবস্থায় সবর করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে কোরআন-সুন্নাহয় অনেক প্রমাণ রয়েছে।

পাপ বা অন্যায়ের উপর অবিচল থাকা:

কেউ গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, কিন্তু তওবা করার পরিবর্তে সেই কাজে ধৈর্য ধারণ করে। যেমন: মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদক গ্রহণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে মাদক সংগ্রহ করে।

অন্যায়কে সহ্য করে সমর্থন করা:

কোনো অত্যাচারী শাসকের জুলুম বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে নীরব থাকা। যেমন: কেউ জানে যে অন্যায় হচ্ছে, তবুও তা মেনে নিয়ে চুপ থাকে।

সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া:

সত্যের দাওয়াত বা সঠিক পথে ফিরে আসার আহ্বানকে অস্বীকার করে নিজের ভুল পথে ধৈর্য ধারণ করা। যেমন: ইসলামের দাওয়াত শুনে তা প্রত্যাখ্যান করে নিজের ভুল বিশ্বাসে অটল থাকা।

গুনাহে লিপ্ত থাকার জন্য কষ্ট সহ্য করা:

গুনাহর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে কোনো কষ্টকে মেনে নেওয়া। যেমন: অন্যের সম্পদ চুরি বা ডাকাতির জন্য ঝুঁকি নেওয়া এবং এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করা।

অন্যায় সহযোগিতা:

কোনো গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার জন্য ধৈর্য ধারণ করা। যেমন: কাউকে প্রতারণা করতে সাহায্য করা এবং সেই প্রক্রিয়ায় কষ্ট হলেও তা সহ্য করা।

এ ধরনের ধৈর্য শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এটি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

৮. মাকরুহ সবর

মাকরুহ সবর বলতে এমন ধৈর্যকে বোঝায় যা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় বা অনুৎসাহিত। এটি সরাসরি হারাম নয়, তবে এটি পরিহার করাই উত্তম। মাকরুহ সবরের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

ক্ষতিকর অভ্যাস বা কাজের উপর ধৈর্য:

এমন কাজে ধৈর্য ধারণ করা যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর, যদিও তা সরাসরি হারাম নয়। যেমন: অপ্রয়োজনীয়ভাবে ক্ষতিকর খাবার খাওয়া বা শরীরের প্রতি অবহেলা করেও ধৈর্যশীল থাকা।

ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গাফিলতি:

অন্যায় দেখে তা সংশোধনের চেষ্টায় ধৈর্য ধারণ না করা বা এড়িয়ে যাওয়া। যেমন: কাউকে সঠিক পথে আসার আহ্বান জানাতে গাফিলতি করা।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সুশীলতা বা নীরবতা:

এমন পরিস্থিতিতে নীরব থাকা যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কথা বলা জরুরি। যেমন: কারো অন্যায় আচরণের সামনে নীরব থাকা, যদিও তা সামান্য ক্ষতিকর।

অপ্রয়োজনীয় কাজে ধৈর্য:

এমন কাজে ধৈর্য ধারণ করা যা সময় এবং সম্পদ অপচয় করে।যেমন: অপ্রয়োজনীয় এবং অনুৎপাদনশীল কাজ করার জন্য পরিশ্রম করা।

মাকরুহ সবর এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি ভালো কাজের বিপরীতএবং সময়, সুযোগ, বা সৎচিন্তার অপব্যবহার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মাকরুহ কাজে লিপ্ত হওয়া।

মুস্তাহাব কাজসমূহ ছেড়ে দেওয়া।

৯. মুবাহ সবর

মুবাহ বা বৈধ সবর হলো, ঐচ্ছিক কাজসমূহ না করা।

মোদ্দা কথা, ওয়াজিব কাজ করার ওপর সবর করা ওয়াজিব আর ওয়াজিব থেকে বিরত থাকা হারাম। হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া হারাম। মুস্তাহাব কাজ করার ওপর সবর করা মুস্তাহাব এবং তা আদায় করা থেকে বিরত থাকা মাকরুহ। মাকরুহ কাজ থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব এবং তা সম্পাদন করা মাকরুহ। আর মুবাহ কাজ আদায় করা না করা উভয়টি জায়েজ।

সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছে তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া পার্থিব বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে থাকেন। একজন মুমিনকে তার জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চান কে সবচেয়ে উত্তম আমলকারী, আর কে নয়। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় বিষয়টি এই শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেন,

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন-মৃত্যুকে এ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম আমল করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও অধিক ক্ষমাশীল। সূরা মুলক (৬৭) : ২

এ পৃথিবীতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সবচে প্রিয় বান্দাগণও এ পৃথিবীতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও সবচে প্রিয় বান্দারূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অনুরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাগণও বিপদের মুখে পড়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও বিশেষ বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। উক্ত সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। এজন্য কুরআন মাজীদ মানুষকে সবর অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। নানাভাবে মানুষকে ধৈর্যের চর্চা করার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এর বহুবিধ উপকারিতা ও ফায়দার কথা তুলে ধরেছে।

কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি বিভিন্নরূপে প্রায় নব্বই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. (মৃত্যু : ২৪১ হি.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে বাষট্টি

জায়গায় সবরের আদেশসূচক ব্যবহার এসেছে। [দ্র. উদ্দাতুস্ সাবিরীন, ইবনুল কায়্যিম রাহ., পৃ. ৭১, যদিও ইবনে আশুর রাহ. (মৃত্যু : ১৩৯৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আততাহরীর ওয়াততানবীর' কিতাবে বলেছেন, কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি সত্তর বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। আততাহরীর ওয়াততানবীর ১/৪৭৮]

যাহোক সবর শব্দটি যে কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে, সেটা উপরের কথা থেকে স্পষ্ট। এ থেকে বোঝা যায় সবর মুমিনের জীবনে এক অনিবার্য বাস্তবতা। অবশ্য-অর্জনীয় এক বিষয়।

এ পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ

(সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য। সূরা আহকাফ (৪৬) : ৩৫

তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন

الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰٓىِٕكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। সূরা বাকারা (২) : ১৫৬-১৫৭

তিনি আরো বলেন

قَالَ مُوْسٰي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَ اصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْن..

মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর; তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে। সূরা আ'রাফ (৭) : ১২৮

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবর ও ধৈর্যের বিষয়টি কত তাৎপর্যপূর্ণ ও কত অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর ও ধৈর্য।

তাই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

সবর ও ধৈর্য হল আলো। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যূতিময়। তাই জীবনকে রাঙাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে।

সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান

সবর বা ধৈর্য ইসলামী জীবনযাপনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এটি একটি মুমিনের আধ্যাত্মিক শক্তি, যা তাকে পৃথিবীর যাবতীয় বিপদ-আপদ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বহুবার ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন এবং ধৈর্যশীলদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, *"যারা ধৈর্য ধরে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।"* (সূরা হুদ: ১১)

সবরকারীর দুনিয়ার সাফল্য

সবর একটি মানুষের দুনিয়াবি জীবনকে সুসংগঠিত করে এবং সফল হতে সাহায্য করে।

১. বিপদ মোকাবিলার শক্তি

সবর মানুষকে যেকোনো দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদে স্থির থাকতে শেখায়।

- জীবনের পরীক্ষায় ধৈর্য ধরে অগ্রসর হলে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।
- সংকটের মধ্যেও ধৈর্যশীল ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন।

২. সম্পর্ক উন্নয়ন

সবর মানুষের আচরণে সহনশীলতা আনে, যা সম্পর্ক উন্নত করে।

- পরিবার, বন্ধু এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- ক্রোধ ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

৩. কঠোর পরিশ্রমের ফল

সবর মানুষকে পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় করতে উদ্বুদ্ধ করে।

- জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ধৈর্যশীল ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে কাজ করেন।
- ধৈর্যের মাধ্যমে তারা কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকেন এবং সাফল্য অর্জন করেন।
- এটি মানুষকে সাময়িক কষ্ট ও ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।

৪. ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন

সবর মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

- ধৈর্যশীল ব্যক্তি অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহনশীল হন।
- এটি পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক মজবুত করতে সাহায্য করে।
- সবরের মাধ্যমে মানুষ নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যদের সাথে শান্তিপূর্ণ আচরণ করতে পারে।

৫.মানসিক শান্তি

সবর মানুষকে দুশ্চিন্তা ও হতাশা থেকে রক্ষা করে।

- ধৈর্যশীল ব্যক্তি জীবনের প্রতিকূলতাকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে মেনে নেন।
- এটি তার অন্তরে শান্তি এবং স্থিরতা সৃষ্টি করে।

আখিরাতের সাফল্য

আখিরাতে সবরের প্রতিদান অনন্য এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. আল্লাহর নৈকট্য

সবরকারীদের আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, *"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"* (সূরা আল-বাকারা: ১৫৩) আল্লাহর সান্নিধ্য একজন মুমিনের জন্য আখিরাতের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

২. জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

সবরধারীদের জন্য জান্নাতের বিশেষ পুরস্কার নির্ধারিত। কুরআনে বলা হয়েছে, *"আমি তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে জান্নাতের পুরস্কার দান করেছি।"* (সূরা আল-ইনসান: ১২)

৩. গুনাহ মাফ ও উচ্চ মর্যাদা

সবরের মাধ্যমে আল্লাহ পাপ মাফ করেন এবং আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন।

- ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের জন্য জান্নাতে উচ্চস্তরের স্থান নির্ধারিত।
- তাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট আখিরাতে তাদের জন্য অনুগ্রহে পরিণত হবে।

৪. বিশেষ পুরস্কার

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে, তার জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে, যা কাউকে হিসাব করে দেওয়া হবে না।"* (বুখারি ও মুসলিম)

সবর একজন মুমিনের জীবনে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের চাবিকাঠি। এটি কেবল মানসিক শান্তি এবং স্থিতিশীলতা এনে দেয় না, বরং আখিরাতে চিরন্তন শান্তি ও পুরস্কার নিশ্চিত করে।

প্রতিটি মুমিনের উচিত জীবনের প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকা।

প্রবৃত্তির চাহিদার অনুকূল বস্তুতে সবর

চাহিদার অনুকূল বস্তুর উদাহরণ: সুস্থতা, নিরাপত্তা, সম্মান, সম্পদ, বৈধ সুখের উপকরণাদি ইত্যাদি। আর এই প্রকারের ক্ষেত্রেই সবরের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। এখানে সবর বিভিন্নভাবে হতে পারে:

প্রথমত এসব বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে না পড়া, এগুলোর কারণে ধোঁকা না খাওয়া, গর্ব ও অহঙ্কারে মেতে না ওঠা, খুশি ও আনন্দের এমন উৎকট প্রকাশ না ঘটানো, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না।

দ্বিতীয়ত এসব বস্তু অর্জনে খুব বেশি মগ্ন হয়ে না পড়া, এগুলোর ব্যাপারে অতিরিক্ত তত্ত্বতালাশ না করা। কেননা, তখন এই আতিশয্য তাকে বৈধতার সীমা পেরিয়ে নিষিদ্ধতার সীমানায় নিয়ে যাবে। যেমন: খানাপিনা ও স্ত্রীগমনে অতিরঞ্জন করলে তার হুকুম পাল্টে যায়। অর্থাৎ খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগের মতো হালালও হারাম হয়ে যায়।

তৃতীয়ত এসব নেয়ামতের ক্ষেত্রে আল্লাহর হক আদায় করা। তাঁর হককে বিনষ্ট না করা। অন্যথায় নেয়ামত কেড়ে নেওয়া হয়।

চতুর্থত এসব নেয়ামতকে হারাম কাজে ব্যয় না করা। প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরা-যাতে সে হারামে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে না পারে। যদি প্রাণপণে চেষ্টা করে, তবে প্রবৃত্তি সর্বোচ্চ তাকে মাকরুহ কাজে জড়াতে পারবে। সিদ্দিক ও উচ্চস্তরের নেককার ব্যতীত সমৃদ্ধিকালীন সবর কেউ করতে পারে না।

জনৈক সালাফ বলেন, 'বালা-মুসিবতে সবর তো মুমিন-কাফের উভয়ে করে। সুখ-শান্তিতে সবর কেবল সিদ্দিকরাই করতে পারে।'

আব্দুর রহমান বিন আউফ বলেন, 'আমরা বালা-মুসিবতে পতিত হয়েছি, তবে সবর করেছি। কিন্তু আমাদের জীবনে যখন সুখ ও সমৃদ্ধি এসেছে, আমরা সবর করতে ব্যর্থ হয়েছি।' (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ১১/৪৫৭)

তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির ব্যাপারে বান্দাকে সতর্ক করেছেন। কোরআনে এসেছে:

ْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم
ِعَن ذِكْرِ الله

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে।' (সুরা মুনাফিকুন : ৯)

অন্যত্র বলেন

ْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُم

'হে মুমিনগণ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। (সুরা তাগাবুন : ১৪)

আয়াতে 'শত্রুতা' মানে আমরা সাধারণভাবে যে শত্রুতার কথা বলি, সেটা বোঝানো হয়নি। অনেকে এই ভেবে ভুল করেছেন যে, আয়াতে উল্লিখিত শত্রুতার অর্থ হিংসুকদের বৈরিতা বা বিরোধীদের দুশমনি। বরং এটি হলো পিতাদের জন্য ভালোবাসাজনিত এমন শত্রুতা, যা হিজরত, জিহাদ, ইলম, সদকা ইত্যাদির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় হজরত হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) আছাড় খেতে খেতে তার দিকে হেঁটে আসছিলেন। তাদের পরনে ছিল লাল জামা। তাদের দেখেই রাসুলুল্লাহ মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং তাদের কোলে নিয়ে মিম্বরে উঠে নিজের সামনে বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঠিকই বলেছেন:

ٌأَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَة

'নিশ্চয় তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেতনার কারণ।' (সুরা আনফাল : ২৮)

আমি এই দুই শিশুকে দেখে হোঁচট খেয়ে হেঁটে আসার দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারিনি। কথা বন্ধ করে তাদের কোলে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছি।

প্রবৃত্তি মানুষের জীবনের পরীক্ষার একটি অংশ, যা তাকে পাপের দিকে আহ্বান জানায়। তবে সবর এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একজন মুমিন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করা কেবল একজনকে পাপ থেকে রক্ষা করে না, বরং আখিরাতে মহান পুরস্কার নিশ্চিত করে। প্রবৃত্তি মানুষের জীবনের পরীক্ষার একটি অংশ, যা তাকে পাপের দিকে আহ্বান জানায়। তবে সবর এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একজন মুমিন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করা কেবল একজনকে পাপ থেকে রক্ষা করে না, বরং আখিরাতে মহান পুরস্কার নিশ্চিত করে।

দ্বীনি দাওয়াতে সবর

দ্বীনের দাওয়াতে সবর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যা একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বীনের পথে কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ, প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এ সময় সবর বা ধৈর্য ধারণ করা দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার মূল চালিকাশক্তি। দাওয়াতের পথে অনেক চ্যালেঞ্জ আসে, যা একজন দাঈর জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ বলেন,

"আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।" (সূরা বাকারা: ১৫৫)

সবরের বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, যা একজন দাঈর জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সা মানুষের প্রতি দাওয়াত পৌঁছে দিতে গিয়ে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁকে ব্যঙ্গ করেছে, নির্যাতন করেছে। তায়েফের ঘটনা তো সবর ও ধৈর্যের উজ্জ্বল উদাহরণ। এর পরও তিনি কখনো হতাশ হননি এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখেছেন।

অনেক মানুষ দাওয়াত গ্রহণ না করে অপমানজনক কথা বলে। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে তাদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।দাওয়াতের ইতিহাসে দেখা যায়, দাঈরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ অবস্থায় সবর করে দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া জরুরি। দাওয়াতের কাজের ফলাফল তাৎক্ষণিক হয় না। কখনো দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। এজন্য ধৈর্যের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

যে দাঈ ধৈর্য ধরে কাজ করে, তার প্রচেষ্টায় আল্লাহ বারাকাহ দেন। ধীরে ধীরে মানুষ তার দাওয়াত গ্রহণ করতে শুরু করে।ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে সমাজে সম্মান করা হয়। দাঈর আদর্শিক চরিত্র তার দাওয়াতকে আরও প্রভাবিত করে। সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। সবরকারীরা জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে।

দ্বীনের দাওয়াতে সবর একটি অপরিহার্য গুণ। এটি কেবল দাওয়াতকে সফল করে না, বরং একজন মুমিনকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। তাই দাওয়াতের পথে সবর করে কাজ চালিয়ে যাওয়া আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

তালিবে ইলমের সবর

তালিবে ইলমের সবর (জ্ঞান অর্জনের পথের ধৈর্য) একটি মহৎ গুণ, যা জ্ঞানার্জনের পথে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধৈর্যশীলতা তালিবে ইলমকে লক্ষ্য অর্জনের পথে সঠিকভাবে পরিচালিত করে। এটি কেবল অধ্যবসায় নয়, বরং আত্মসংযম, মনোযোগ, এবং নিয়মিত প্রচেষ্টার সমন্বয়।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব।

ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন। তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন তালিবে ইলম বা জ্ঞান অনুসন্ধানকারীর জন্য ধৈর্য (সবর) অপরিহার্য। কারণ জ্ঞান অর্জনের পথ সহজ নয়; এটি দীর্ঘ এবং চ্যালেঞ্জপূর্ণ। একজন তালিবে ইলমকে অধ্যবসায় ও ধৈর্যের মাধ্যমে এই যাত্রা অতিক্রম করতে হয়।

জ্ঞান অর্জনের পথে বিভিন্ন প্রতিকূলতা দেখা দিতে পারে। পারিবারিক, আর্থিক বা সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো ধৈর্যের মাধ্যমেই মোকাবিলা করতে হয়। ইসলামের ইতিহাসে নবী করিম (সা.) এবং সাহাবিদের জীবনে আমরা দেখি, তারা জ্ঞান অর্জনের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ইমাম বোখারি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর মতো জ্ঞানীদের জীবন এ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস।

ধৈর্য তালিবে ইলমের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষকে আখলাক উন্নত করতে এবং শেখা জ্ঞান অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, *"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"* (সুরা আল-বাকারা, ২:১৫৩)। এই আয়াত প্রমাণ করে যে ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন।
অতএব, জ্ঞান অর্জনের জন্য সবর, নিয়মানুবর্তিতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তালিবে ইলমের সবর তাকে কেবল জ্ঞান অর্জনেই সহায়তা করে না, বরং দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলতার পথও সুগম করে।

রিযিকের পেরেশানিতে সবর

রিজিক বা জীবিকা আল্লাহর দেয়া এক মহান নিয়ামত। তিনি তার প্রতিটি বান্দার জন্য রিজিক নির্ধারণ করেছেন এবং তা যথাসময়ে প্রদান করেন। তবে জীবনের বিভিন্ন সময়ে রিজিকের সংকট দেখা দিতে পারে, যা মানুষের জন্য কঠিন পরীক্ষা হিসেবে আবির্ভূত হয়। এমন অবস্থায় ইসলামের শিক্ষা হলো ধৈর্য বা সবর ধারণ করা এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা।
জীবনে রিজিকের সংকটের সময় মানুষ সহজেই হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন, *"আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"* (সুরা আল-বাকারা, ২:১৫৫)। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, রিজিকের অভাবসহ জীবনের নানা সংকট আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। ধৈর্যের মাধ্যমে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।
রিজিকের সংকটের সময়ে সবর ধারণের অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, *"পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিজিক আল্লাহ দেন না।"* (সুরা হুদ, ১১:৬)। এই আয়াত আমাদের শেখায় যে আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য রিজিক নির্ধারণ করেছেন এবং তার সময়মতো তা পৌঁছে দেবেন। এজন্য রিজিকের পেরেশানিতে অস্থির হয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেন, *"যে আল্লাহকে ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট।"* (সুরা আত-তালাক, ৬)।

তবে রিজিকের অভাবে ধৈর্য ধারণ মানে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করা নয়; এর পাশাপাশি বৈধ উপায়ে রিজিক অন্বেষণের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জীবিকা অর্জনের জন্য হারাম পন্থা বেছে নেওয়া কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। নবী করিম (সা.) বলেছেন, *"যে ব্যক্তি নিজে উপার্জন করে খায়, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।"* তাই বৈধ উপায়ে চেষ্টা করা এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করাই সঠিক পথ।

ইসলামের ইতিহাসে নবী ও সাহাবিদের জীবন থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পাই। তারা রিজিকের সংকটে সবর ধারণ করেছেন এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, মক্কায় মুশরিকদের অবরোধের সময় নবী করিম (সা.) ও সাহাবিদের দীর্ঘ তিন বছর খাদ্যাভাবে কাটাতে হয়েছিল। তবুও তারা ধৈর্য হারাননি, বরং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন।

সুতরাং, রিজিকের পেরেশানিতে সবর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যা আমাদের জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। এটি মানুষকে হতাশা ও অবৈধ কাজ থেকে রক্ষা করে এবং শান্তি ও সফলতার পথ দেখায়। যারা সবর করে, আল্লাহ তাদের জন্য সংকটমুক্তির পথ তৈরি করেন এবং তাদের জীবনে বরকত দান করেন।

পারিবারিক জীবনে সবরের সুফল

পারিবারিক জীবন হলো মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে এই জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় রাখতে ধৈর্য বা সবর একটি অপরিহার্য গুণ। পারিবারিক জীবনে নানা রকম চ্যালেঞ্জ ও মতবিরোধের মুখোমুখি হতে হয়। এসব পরিস্থিতি সামলাতে ধৈর্যশীল আচরণ সম্পর্কের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে এবং পরিবারকে সুখী ও সফল করে তোলে।

প্রথমত, পারিবারিক জীবনে সবরের একটি প্রধান সুফল হলো সম্পর্কের স্থিতিশীলতা। পরিবারে কখনো মতের অমিল, ভুল বোঝাবুঝি বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যদি এসব সময়ে ধৈর্য ধারণ করা হয়, তবে ঝগড়া বা বিভক্তি এড়ানো সম্ভব হয়। ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তিসংগত সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সম্মান বাড়ে।

দ্বিতীয়ত, সবর পারিবারিক জীবনে সন্তানদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান লালন-পালনের সময় বাবা-মা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। সন্তানদের দুষ্টুমি, পড়াশোনায় অসাফল্য, বা অন্য কোনো আচরণগত সমস্যা বাবা-মায়ের ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে রাগ বা হতাশায় সন্তানের উপর চিৎকার করার পরিবর্তে, ধৈর্যশীলভাবে তাদের ভুলগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করলে তারা ভালোভাবে শেখে। ফলে সন্তানেরা সঠিক মূল্যবোধ নিয়ে বড় হয় এবং পরিবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে।

তৃতীয়ত, দাম্পত্য জীবনে সবরের প্রভাব অপরিসীম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনো মনোমালিন্য বা মতভেদ হতে পারে, যা সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু একজন ধৈর্যশীল জীবনসঙ্গী কখনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বড় সমস্যা তৈরি করেন না। বরং সবরের মাধ্যমে সমস্যাগুলো মোকাবিলা করেন এবং সম্পর্ককে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। এই ধৈর্য দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়া বাড়ায়।

এছাড়া, পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক সংকট বা অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সবরের সুফল অপরিসীম। জীবনে আর্থিক কষ্ট বা রোগ-ব্যাধির মতো কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে মানসিক ও মানাবিক সমর্থন দেন। তারা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সংকট মোকাবিলা করেন। এর ফলে পরিবারে হতাশা বা বিষণ্নতা জায়গা করতে পারে না এবং সকলেই একসঙ্গে সমাধানের পথ খুঁজে পান।

পারিবারিক জীবনে সবরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন। ধৈর্যশীল পরিবারগুলি অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। তাদের আচরণ দেখে অন্যরাও নিজেদের পরিবারে সবর ও সহমর্মিতার চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এর ফলে সমগ্র সমাজে শান্তি ও ঐক্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, পারিবারিক জীবনে সবরের সুফল অসীম। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং একতার বন্ধন দৃঢ় করে। ধৈর্যের মাধ্যমে যে কোনো সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়। সবর শুধু পারিবারিক জীবনের নয়, বরং দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। তাই, পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় রাখতে ধৈর্যশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

যে পরিবারে ধৈর্যের চর্চা থাকবে, সে পরিবারে শান্তি ও সুখের দেখা মিলবে। কারণ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। পবিত্র কোরাআনে এসেছে, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা বাকারা : ১৫৩)। ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সফলতার সুসংবাদ। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ‘আমরা তো আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)।

সুখ ও সমৃদ্ধিতে সবর

জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধিতে সবর করা অনেক কঠিন। কারণ, এ ক্ষেত্রে সবর না করার সক্ষমতাও তার থাকে। যেমন খাবারের অনুপস্থিতিতে ক্ষুধার্তের পক্ষে সবর করা সম্ভব হলেও খাবারের উপস্থিতিতে সবর করা বেশ শক্ত। অনুরূপভাবে কামোদ্দীপনার সময় যদি কাছে নারী না থাকে, তবে সবর অধিক সহজ হয়; নারীর উপস্থিতিতে সবর করার চেয়ে।

জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সবর বা ধৈর্য ধারণ এক অনন্য গুণ। এটি এমন এক গুণ, যা মানুষকে জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় স্থির থাকতে সাহায্য করে। সবর করা সহজ কাজ নয়, বিশেষত যখন মানুষ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। যেমন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্যের অনুপস্থিতিতে সবর করা অত্যন্ত কঠিন। তবুও, যারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে, তারা পরবর্তীতে আল্লাহর রহমত ও জীবনের বরকত লাভ করে।

খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ধৈর্য ধারণ করা যেমন কষ্টকর, তেমনি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষত পারিবারিক জীবনে, অনেক ক্ষেত্রে সবর করার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো বিপদে সঙ্গীর সহায়তা না পাওয়া যায়, তবুও ধৈর্য ধারণ করতে হয়। বিপদের সময়ে অনুরূপভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সবর করা মানুষকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করে।

সবর শুধুমাত্র একক জীবনে নয়, বরং সমাজ এবং জাতির উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ। যারা ধৈর্য ধারণ করতে জানে, তারা জীবনে বড় লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। কারণ ধৈর্য মানুষকে কঠিন সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে।

সুখ ও সমৃদ্ধিতে সবরের ভূমিকা অসীম। এটি শুধু একটি মানসিক গুণ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি। সবর আমাদের চরিত্র গঠনে, মানসিক শক্তি বাড়াতে এবং আল্লাহর কাছে নৈকট্য অর্জনে সহায়ক। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হওয়া এবং সবর চর্চা করা।

সবর ইমানের অর্ধেক

ইমানকে দুইটি আলাদা অংশে ভাগ করা যায়-এক অংশের নাম সবর ও অপর অংশের নাম শোকর।

একাধিক সালাফ থেকে বর্ণিত: সবর ইমানের অর্ধেক।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, ইমানের দুটি অংশ: সবর ও শোকর।

আল্লাহ তায়ালা এই দুই অংশকে একত্রে কোরআনে উল্লেখ করেছেন:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

'এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।' (সুরা ইবরাহীম: ৫)

সুরা হা-মীম, সুরা সাবা ও সুরা লুকমানেও সবর ও শোকরকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমানের এই দ্বিধাবিভক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়ে থাকে:

প্রথম: কথা, কর্ম ও ইচ্ছা এই তিন উপকরণের সমন্বয়ে গঠিত হয় ইমান। আর এই উপকরণত্রয়ের দুটি অংশ হলো, সম্পাদন ও পরিত্যাগ। 'সম্পাদন' মানে (কথায়, কর্মে ও ইচ্ছায়) আল্লাহর আনুগত্য করা। আর এটিই শোকরের প্রকৃত মর্ম। আর 'পরিত্যাগ' মানে নাফরমানি থেকে সবর করা। এই দুটি অংশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় গোটা দ্বীন আল্লাহর নির্দেশ পালন ও নিষেধ বর্জন।

দ্বিতীয়: ইমান দাঁড়িয়ে আছে দুটি ভিত্তির ওপর-একিন ও সবর। আল্লাহ বলেন:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَ
يُوقِنُون

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত; এজন্য যে, তারা সবর করেছিল। আর তারা আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাস ও একিন রাখত।' সুরা সাজদা ২৪

একিন ও দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের মর্ম অনুধাবন করা যায়। আর সবরের সাহায্যে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন ও নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করা হয়। শরিয়তে বর্ণিত যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ এবং পুরস্কার ও শাস্তি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তার সত্যায়ন করা একিন ব্যতীত সম্ভব নয়। আবার সবর ব্যতীত আল্লাহর নির্দেশ পালন ও নাফরমানি পরিত্যাগে সর্বদা অটল থাকা অসম্ভব। সুতরাং সবর ইমানের অর্ধেক। দ্বিতীয় অর্ধেক হলো আল্লাহর আনুগত্য অর্জন ও নাফরমানি বর্জনের মাধ্যমে শোকর আদায় করা।

তৃতীয়: ইমান হলো কথা ও কর্মের সমষ্টি। কথা আবার দুই প্রকার: মুখের কথা ও অন্তরের কথা। কর্মও দুই প্রকার অন্তরের আমল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল।

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

'তারা অন্যায় ঔদ্ধত্যে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলেই গ্রহণ করেছিল।।' সুরা নামল : ১৪

আদ ও সামুদ গোত্র সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন:

وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا
مُسْتَبْصِرِين

'আমি আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়িঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করে তুলেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।' সুরা আনকাবুত: ৩৮

মুসা ফেরআউনকে বলেন:

َقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِر

'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এসব স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন- প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ।' সুরা বনি ইসরাইল : ১০২

আয়াতে যাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাদের অন্তরের কথা ঠিক ছিল। অর্থাৎ তাদের অন্তরে সঠিক জ্ঞান ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানের দ্বারা তারা মুমিন হবে না; বরং মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

একইভাবে কেবল অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতির দ্বারাও কেউ মুমিন হতে পারবে না- যতক্ষণ না সে অন্তরের আমলগুলোও সম্পাদন করবে। যেমন: ভালোবাসা ও ঘৃণা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ইত্যাদি। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসবে। আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে বিদ্বেষ ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে হৃদ্যতা রাখবে। আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে অকুণ্ঠ চিত্তে; রাসুলুল্লাহ-এর আনুগত্যে বিলিয়ে দেবে সবকিছু। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই শরিয়তকে আঁকড়ে ধরবে। এই সবকিছু করার পরও তার ইমান পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে শরিয়া-নির্দেশিত আমলগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করে।

এই চারটি হলো ইমানের খুঁটি, যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ইমান। আর ইমান গঠিত হয় দুটি বস্তুর সমন্বয়ে-ইলম ও আমল। প্রবৃত্তিকে দমন করাও আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর সবর ছাড়া ইলম ও আমল কোনোটিই অর্জিত হয় না। সুতরাং ইমান দুইটি অংশে বিভক্ত হলো-এক হলো সবর আর দ্বিতীয়টি সবরজাত ইলম ও আমল।

চতুর্থ: নফস বা প্রবৃত্তির দুটি শক্তি আছে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার শক্তি ও কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার শক্তি। নফস সর্বদা এই দুই শক্তির মাঝে ঘুরপাক খায়। সে তার প্রিয় কাজগুলো সম্পাদন করে এবং অপ্রিয় কাজগুলো থেকে বিরত থাকে। আর দ্বীনের পুরোটাই তো সম্পাদন ও বর্জন-আল্লাহ নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন। আর এসব করতে হলে সবরের কোনো বিকল্প নেই।

পঞ্চম : দ্বীন হলো প্রত্যাশা ও আশঙ্কার সমন্বয়। মুমিন অন্তরে যুগপৎ আশা ও শঙ্কা উভয়ই লালন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

'তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত; আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সঙ্গে।' সুরা আম্বিয়া: ৯০

সহিহ বুখারি শরিফে ঘুমানোর একটি দোয়ায় এসেছে :

اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك

'আমি আমার জীবন তোমাকে সমর্পণ করলাম, নিজেকে তোমার অভিমুখী বানালাম, আমার সকল কাজ তোমার হাতেই সোপর্দ করলাম এবং আমি তোমার কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করলাম- তোমার প্রতি আগ্রহ ও শঙ্কা নিয়ে। ' সহিহ বুখারি: ২৪৭

প্রত্যেক মুমিনই আশাবাদী ও শঙ্কিত। আর প্রত্যাশা ও আশঙ্কা উভয়ের ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে সবরের ওপর। আল্লাহর ভয় তাকে সবর করার প্রেরণা যোগাবে আর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তাকে শোকরের পথ দেখাবে।

ষষ্ঠ: পার্থিব জীবনে বান্দা যত কাজ করে, এসবের দ্বারা হয় তো তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে কল্যাণ সাধিত হবে বা ক্ষতি হবে; অথ বা দুনিয়া বা আখেরাতের কোনো একটিতে কল্যাণ হবে বা ক্ষতি সাধিত হবে। যে কাজে আখেরাতে কল্যাণ সাধিত হয়, তা সম্পাদন করা এবং যে কাজে আখেরাতে ক্ষতি সাধিত হয়, তা বর্জন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল বলে বিবেচিত হবে। বস্তুত এটিই ইমানের দাবি। এখন আখেরাতে কল্যাণ হয় এমন কাজ করা হলো শোকর; আর আখেরাতে অকল্যাণ ডেকে আনে এমন কাজ বর্জন করা হলো সবর।

সপ্তম : বান্দার সঙ্গে তিনটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক. নির্দেশ পালন, খ. নিষেধ বর্জন, গ. তাকদিরের গতি-প্রকৃতি। এই তিনটি বিষয়ে কখনো বান্দাকে শোকর করতে হয়, আবার কখনো সবর। নির্দেশিত আমলসমূহ সম্পাদন করাই শোকর আর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ বর্জন এবং তাকদিরের ফয়সালায় ধৈর্য ধারণ করাই হলো সবর।

অষ্টম: মানুষের মধ্যে দুধরনের চাহিদা রয়েছে। একটি তাকে দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হতে প্ররোচিত করে আর অপরটি আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, আখেরাতের অনন্ত সুখ ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখায়। প্রথম চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করা হলো সবর আর দ্বিতীয় চাহিদার আহ্বানে সাড়া দেওয়া হলো শোকর।

নবম: দুটি মূলনীতিকে কেন্দ্র করে দ্বীন আবর্তিত হয়-দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতা। মুসনাদে আহমদ ও নাসায়ি শরিফে বর্ণিত একটি হাদিসে মূলনীতি দুটি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে:

،اللهم إني أسئلك الثبات في الأمر، والعزيمة علي الرشد

'হে আল্লাহ, আমাকে কর্মে স্থিরতা দান করুন এবং সত্যের পথে দৃঢ়সংকল্প রাখুন।' সুনানে নাসায়ি : ১৩০৪

শোকরের মর্ম হলো সংকল্পের শুদ্ধতা আর সবরের মূল হলো অবিচল শক্তি। যার দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতা থাকবে, সে আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিক পেয়ে ধন্য হবে।

দশম দ্বীনের ভিত্তি দুটি মূলনীতির ওপর-হক ও সবর। পবিত্র কোরআনের ভাষায়:

ِوَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'যারা পরস্পরকে হক ও সত্যের উপদেশ দেয় এবং সবরের উপদেশ দেয়। ' সুরা আছর : ৩

বান্দার কাছে শরিয়তের দাবি হলো হকের ওপর সে নিজে আমল করবে এবং হককে সমাজে বাস্তবায়ন করবে। এটিই শোকরের মর্মকথা। আর বান্দা সবর ছাড়া শরিয়তের এই দাবি আদায় করতে পারে না। সুতরাং সবর ইমানের অর্ধাংশ সাব্যস্ত হলো।

সবরকারীদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা

ধৈর্যশীলতা এমন একটি গুণ, যা একজন মুমিনকে কেবল আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে না, বরং তাকে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:
"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" *(সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৩)*
এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদের সাথে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য, সান্নিধ্য এবং ভালোবাসা থাকে।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন:
"আর তুমি ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না।" *(সূরা হুদ: ১১৫)*
এখানে আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদেরকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাদের জন্য পুরস্কারের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

পৃথিবীর জীবন পরীক্ষা ও বিপদ-মুসিবত দ্বারা পূর্ণ। এমন সময় ধৈর্যশীল থাকা এক বড় ইবাদত। ধৈর্যের মাধ্যমেই একজন মুমিন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"মুমিনের অবস্থা আশ্চর্যজনক। তার সব অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। যদি তাকে কোনো ভালো কিছু দেয়, সে শুকরিয়া আদায় করে; আর তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তাকে কোনো বিপদ দেয়, সে ধৈর্য ধারণ করে; আর তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" *(সহিহ মুসলিম: ২৯৯৯)*

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, মুমিনের জীবন ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হওয়া উচিত। সুখে কৃতজ্ঞতা আর দুঃখে ধৈর্য ধরা একজন মুমিনের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ধৈর্যের ফজিলত সম্পর্কে আরও একটি উল্লেখযোগ্য আয়াত হলো:
"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন এবং ফলের ক্ষতির মাধ্যমে। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।" *(সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৫)*

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর জীবনে বিভিন্ন ধরণের কষ্ট বা ক্ষতির মধ্যে ধৈর্য ধারণ করাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি বড় মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের জন্য জান্নাতে বিশেষ পুরস্কার ও সম্মান প্রস্তুত রেখেছেন। তিনি বলেন:

"ধৈর্যশীলদের তাদের ধৈর্যের জন্য পুরস্কার পূর্ণমাত্রায় এবং বিনা হিসেবে দেওয়া হবে।" *(সূরা আয-যুমার: ১০)*

এখানে ধৈর্যশীলদের জন্য পরকালীন জীবনের অনন্ত পুরস্কার এবং আল্লাহর অগাধ ভালোবাসার প্রতিফলন দেখা যায়।

ধৈর্যশীল হওয়া আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষকে বিপদে স্থির থাকতে, উত্তেজনায় সংযম প্রদর্শন করতে এবং সমস্যার সমাধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে সহায়তা করে।

সুতরাং, আমাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলা। ধৈর্যের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারব এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হব।

সাহাবা ও সালাফদের দৃষ্টিতে সবর

ইমাম আহমদ ওয়াকি থেকে, তিনি মালেক বিন মিগওয়াল থেকে, তিনি আবু সাফার থেকে বর্ণনা করেন, একবার আবু বকর অসুস্থ হয়ে পড়লে সাহাবিরা তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্য কি ডাক্তার নিয়ে আসব? তিনি বললেন, ডাক্তার তো আমাকে দেখেছেন! তাঁরা বললেন, তো ডাক্তার আপনাকে কী বলল? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি বলেছেন, إني فعال لما أريد আমি যখন যা-ই ইচ্ছা তা-ই করি। (ডাক্তার বলে তিনি আল্লাহকে বুঝিয়েছেন।) আজ-জুহদ, ইমাম আহমদ: ৫৮৮

ইমাম আহমদ আবু মুয়াবিয়া থেকে, তিনি আমাশ তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, উমর বিন খাত্তাব 'সবরের সাথে যাপিত জীবনেই আমরা কল্যাণ পেয়েছি। '
তিনি আরও বলেন, সবরের সাথে কাটানো জীবনই আমাদের কাছে সর্বোত্তম মনে হয়েছে। 'সবর' যদি মানুষ জাতির কেউ হত, তবে বড় মহৎ ব্যক্তি তো। আজ-জুহদ, ইমাম আহমদ: ৬১২
আলি বিন আবু তালেব বলেন, মানুষের শরীরের জন্য মাথা যেমন, ইমানের জন্য সবরও তেমনই। মাথা কেটে ফেললে শরীর অকেজো হয়ে পড়ে। তারপর উঁচু স্বরে বলেন, 'জেনে রেখো। যার সবর নেই, তার ইমানও নেই। ' শুআবুল ইমান, বাইহাকি : ৯৭১৮
তিনি আরও বলেন, সবর হলো এমন তেজি ঘোড়া, যেটি কখনো হোঁচট খায় না।

হাসান বলেন, সবর কল্যাণের ধনভাণ্ডারসমূহের একটি গোপন ভাণ্ডার। আল্লাহর মর্যাদাবান লোকেরাই কেবল তা পেয়ে থাকে।

উমর বিন আব্দুল আজিজ বলেন, আল্লাহ যদি বান্দাকে দেওয়া তার কোনো নেয়ামত ছিনিয়ে নেন এবং এর পরিবর্তে তার অন্তরে সবর দান করেন; তবে সেই হারানো নেয়ামত থেকে এই সবরই তার জন্য কল্যাণকর।
মায়মুন বিন মিহরান বলেন, কল্যাণভাণ্ডারের কোনো অংশ কেউ সবর ছাড়া লাভ করতে পারেনি-চাই তিনি নবি হোন বা অন্য কেউ। হিলয়াতুল আউলিয়া: ৪/৯০

সুলাইমান বিন কাসেম বলেন, প্রত্যেক আমলের সওয়াব জানা যায়-তবে সবরের প্রতিদান অজ্ঞাত। আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'সবরকারীদের তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।' সুরা জুমার: ১০

তিনি বলেন, আকাশ ভেঙ্গে নামা বৃষ্টির পানির মতো অপরিমিত

জনৈক বুজুর্গের বুকপকেটে একটি ছোট্ট চিরকুট ছিল। মাঝে মাঝে সেটি বের করে তিনি একনজর দেখে নিতেন। চিরকুটে লেখা ছিল কোরআনের এই আয়াতটি:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

'সবর করো তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ।' সুরা তুর: ৪৮

উমর বিন খাত্তাব বলেন, যদি সবর ও শোকর দুটি উট হতো, তবে নির্দ্বিধায় আমি যে কোনো একটির ওপর সওয়ার হয়ে যেতাম।

মুসিবতে পড়লে মুহাম্মদ বিন শুবরুমা বলতেন, মেঘ করেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কেটে যাবে।

কোরআনে এসেছে:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا)

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত; এজন্য যে, তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। ' সুরা সাজদা: ২৪

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে উয়াইনা বলেন, তারা যখন সব কাজের সর্দার 'সবর' অর্জন করল, আমিও তাদের মানুষের সর্দার বানিয়ে দিলাম।

বারো: আহনাফ বিন কায়স-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সহিষ্ণুতা কী? তিনি বললেন, সামান্য অপছন্দনীয় কাজেও সবর করা।

ওয়াহাব বলেন, তাওরাতে আছে-নির্বুদ্ধিতার পরিণতি দুঃখ।

সহিষ্ণুতার পরিণাম প্রশান্তি। সবরের ফলাফল সফলতা।

একবার উরওয়া বিন জুবায়ের তাঁর ছেলে মুহাম্মদকে নিয়ে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের আমন্ত্রণে তার মেহমান হন। মুহাম্মদ দেখতে বেশ সুদর্শন ছিল। একদিন সে কারুকাজ করা জামা গায়ে খলিফার দরবারে প্রবেশ করে। তিনি তাকে দেখে বলে উঠেন, কুরাইশের যুবকরা এমনই হয়ে থাকে। দরবার থেকে বেরিয়ে সে ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করে। সহসা সে ঘোড়ার ঝাঁকের মাঝে পড়ে যায় এবং পদাঘাতে পিষ্ট হতে হতে অবশেষে মারা যায়।

এদিকে উরওয়া এ-এর এক পায়ে দুইটি ক্ষত দেখা দেয়। ওয়ালিদ দ্রুত ডাক্তারদের ডেকে পাঠান। তারা পরামর্শ দেন, যদি এই পা কেটে ফেলা না হয়, তবে পুরো শরীরে এই ক্ষত ছড়িয়ে পড়বে এবং পরিণামে রোগী মারা যাবে। সব শুনে উরওয়া সায় দেন। ডাক্তাররা ছুরি দিয়ে পা কাটতে লেগে যায়। ছুরি যখন হাড় স্পর্শ করে, তাঁর মাথা বালিশে হেলে পড়ে। সহসা তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে আসে। তার কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরতে থাকে। আর তিনি বারবার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবর বলতে থাকেন। তারপর তিনি নিজের সদ্য কর্তিত পা হাতে নেন এবং সেটিকে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, সে সত্তার কসম, যিনি তোমার ওপর আমার ভার চাপিয়েছিলেন, তিনি ভালোভাবেই জানেন, আমি তোমার ওপর ভর দিয়ে হেঁটে কখনো কোনো হারামের দিকে যাইনি, কোনো গুনাহের পেছনে ছুটিনি, আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে চলিনি। তারপর তার নির্দেশে পা'টিকে ধুয়ে, আতর লাগিয়ে, কাফন পরিয়ে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ওয়ালিদ-এর কাছ থেকে উরওয়া মদিনায় ফিরে এলে তার আত্মীয়- স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাঁর প্রতি সমবেদনা জানাতে আসে। তিনি বলেন, এই সফরে আমি অনেক মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছি। এর অতিরিক্ত এ ব্যাপারে তিনি একটি বাক্যও বলেননি। তারপর বলেন, আমি মদিনায় প্রবেশ করব না। কেননা, আমার বিপদে দুশমনরা আনন্দিত হবে আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে হিংসুকরা হিংসা করবে। এই বলে তিনি উকাইক নামক জায়গায় অবস্থিত তার বাড়ির দিকে রওনা হলেন। মহলে প্রবেশ করতেই ইসা বিন তালহা • তাকে বলেন, আপনার মুসিবত দূরীভূত হোক! আপনি আমাদের সেই ক্ষতটি দেখান। উরওয়া পায়ের কাপড় সরান। সব দেখে ইসা বলে উঠেন, আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে কুস্তিগীর মনে করি না। আপনার সবকিছুই তো আল্লাহ হেফাজত করেছেন-আকল, জিহ্বা, কান, চোখ, দুই হাত এবং এক পা। উরওয়া বলেন, তোমার মতো সান্ত্বনা আমাকে কেউ দেয়নি।

ডাক্তার পা কাটার আয়োজন করার সময় উরওয়া -কে বলেছিল, আমরা কি আপনাকে (নেশা জাতীয়) কিছু খাওয়াব, যাতে আপনি কাটার সময় ব্যথা অনুভব করতে না পারেন। তিনি উত্তর

দিয়েছিলেন, আরে, আল্লাহ আমাথা সবরের পরীক্ষা নিচ্ছেন, আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব নাকি?

উরওয়া -এর ছেলে হিশাম অজু করার সময় কাটা পায়ে কী থেকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার আব্বু করতেন? তিনি বললেন, মাসেহ করতেন।

ইমাম আহমদ আব্দুস সামাদ থেকে, তিনি সালাম থেকে, তিনি কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, লুকমান-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে, কোন বস্তুটি উত্তম? তিনি উত্তর দেন, এমন সবর, যার পরে অনিষ্ট নেই। লোকটি আবার বলে, কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকে। সে আবার জিজ্ঞেস করে, লোকদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? তিনি উত্তর দেন, যে ব্যক্তি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে নির্দ্বিধায় ইলম গ্রহণ করে।

হিব্বান বিন আবু জাবালা বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসিবতের কথা বলে বেড়ায়, সে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' এই হাদিসটিকে ইবনে আবিদ্দুনিয়া রাসুলুল্লাহ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যদি হাদিসটি সহিহ হয়, তবে এই হাদিসের উদ্দেশ্য হবে, গায়রুল্লাহকে না বলা। আল্লাহর কাছে অভিযোগ করলে কোনো সমস্যা নেই।

কোরআনের বাণীفَصَبر جميل(এর ব্যাখ্যায় হিব্বান বিন আবু জাবালা বলেন, আয়াতে 'সবরে জামিল' বা উৎকৃষ্ট সবর বলতে এমন সবর বোঝানো হয়েছে, যাতে অভিযোগ নেই। এটিকেও ইবনে আবিন্দ্দুনিয়া মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদ বলেন, 'সবরে জামিল' মানে এমন সবর, যাতে অস্থিরতা নেই।

আমর বিন কায়স এ বলেন, 'সবরে জামিল' এর অর্থ হলো, মুসিবতে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়া।

জনৈক সালাফের মতে, 'সবরে জামিল' হলো এমন সবর, যাতে কোনো অভিযোগ নেই।

ۗوَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيم অর্থাৎ : শোকে তাঁর(ইয়াকুব-এর) চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। ' সুরা ইউসুফ :৮৪

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাম্মাম ইয়াকুব দুঃখভারাক্রান্ত হয়েও কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, হজরত কেবল উত্তম কথাই বলেছেন।

ইয়াহইয়া বিন মুখতার হাসান থেকে বর্ণনা করেন, আয়াতেعظيم শব্দের অর্থ, অত্যধিক সবরকারী।

জাহহাক বলেন,كَظِيم এর অর্থ হলো, দুঃখ গোপনকারী।

হাসান বলেন, দুটি বিষয় আল্লাহর কাছে খুব বেশি প্রিয়-উদ্বিগ্ন দুঃখভারাক্রান্ত মুসিবতগ্রস্ত বান্দার যথাযথ আত্মসংযম ও সবর এবং সহনশীলতার সঙ্গে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ।

আব্দুল্লাহ বিন মোবারক আব্দুল্লাহ বিন লাহিয়া থেকে, তিনি সাইদ বিন জুবাইর থেকে, তিনি থেকে বর্ণনা আতা বিন দিনার করেন: 'সবরের মর্ম হলো, মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে-এ বিষয়টি মেনে নেওয়া এবং বিপদের বিনিময়ে সওয়াবের আশা করা। কখনো মানুষ মুসিবতে উৎকণ্ঠিত হয়, কিন্তু অবিচল থাকে।

এই হাদিসে 'মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে' কথাটি যেন 'আমরা আল্লাহর জন্য' এই আয়াতটির তাফসির। বিপদগ্রস্ত বান্দা যেন স্বীকার করে নিচ্ছে, তার সবকিছুর মালিক আল্লাহ, তিনি যা ইচ্ছা করবেন।

হাদিসে উল্লিখিত 'বিপদের বিনিময়ে সওয়াবের আশা করা' কথাটি যেন َوإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون 'আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব' আয়াতাংশটির তাফসির। অর্থাৎ আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। তারপর তিনি আমাদের সবরের প্রতিদান দেবেন। মুসিবতে ধৈর্য ধারণের পুরস্কার তিনি বিনষ্ট করেন না।

হাদিসে উল্লিখিত 'কখনো মানুষ মুসিবতে উৎকণ্ঠিত হয়, কিন্তু অবিচল থাকে' কথাটির মর্ম হলো-কেবল অবিচল থাকাই সবর নয়। সবর হলো, তাকদিরের ওপর অসন্তুষ্টি থেকে অন্তরকে এবং অভিযোগ থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখা। তাই যে ব্যক্তি বিপদের সময় বাহ্যিকভাবে অবিচল থাকে, অথচ তার অন্তর তাকদিরের ওপর অসন্তুষ্ট, সে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইউনুস বিন ইয়াজিদ এ বলেন, আমি রাবিয়া বিন আবু আব্দুর রহমান-কে জিজ্ঞেস করি, সবরের সর্বোচ্চ স্তর কী? তিনি উত্তর দেন,

বান্দার বিপদাপন্ন অবস্থা ও বিপদমুক্ত অবস্থা একই হওয়া।

আল্লাহর তায়ালা বলেন:

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

'সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ করো, পরম ধৈর্য। ' (সুরা মাআরিজ:৫)

কায়স বিন হাজ্জাজ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'সবরে জামিল' বা পরম ধৈর্য বলে বোঝানো হয়েছে, বিপদগ্রস্ত লোক সবার সাথে পারবে না।

এত স্বাভাবিক আচরণ করবে যে, তাকে দেখে কেউ আলাদাভাবে চিনতে

শামার বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, তোমার রবের ফয়সালায় সবর করো।

আবু আকিল বলেন, ওয়াকিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর-এর মৃত্যুর দিন তার ভাই সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর লুঙ্গি পরে হাতে একটি বেত নিয়ে বের হলেন। কেউ বিলাপ করলেই তিনি বেত দিয়ে মারতে শুরু করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল তামিমি বলেন, এক ব্যক্তির সন্তানের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে জনৈক বুজুর্গ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথাযথভাবে সবর করে, আল্লাহ তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। অতএব যে বিপদ তোমার ওপর আপতিত হয়েছে, শোক-বিলাপ করে তার সঙ্গে নতুন মুসিবত যুক্ত করো না। কেননা, এটিই তোমার জন্য বড় বিপদ।'
ইবনে সাম্মাক এক ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তোমার জন্য সবর করা আবশ্যক। কেননা, যে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করে সে সবরই করে। আর যে অস্থির হয়, পরে তারও সবর ছাড়া উপায় থাকে না।'
উমর বিন আব্দুল আজিজ বলেন, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টির স্তরে পৌছা অনেক কঠিন। তবে সবর বান্দার জন্য সহজ ও সুন্দর আশ্রয়স্থল।
আব্দুল মালেক মারা গেলে তার ছেলে জানাজা পড়ালেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তুমি আমার অভিভাবক ছিলে এবং আমার সাহায্যকারী ছিলে। মানুষ তার জন্য অনেক ক্রন্দন করে। কিন্তু ছেলের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরেনি।
মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ-এর ছেলে মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসে। তিনি হাসিমুখে তাদের সামনে আসেন। তারপর বলেন, আমি আল্লাহর দেওয়া মুসিবতে মন খারাপ করতে লজ্জা পাই।

আমর বিন দিনার বর্ণনা করেন, উবাইদ বিন উমাইর বলেন, চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরা কিংবা অন্তরে দুঃখ পাওয়া ধৈর্যহীনতার পরিচয় নয়। ধৈর্যহীনতা হলো, অসংলগ্ন মন্তব্য করা এবং মন্দ ধারণা পোষণ করা।
ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, হাসান বিন আব্দুল আজিজ জারাবি বলেন, আমার আদরের এক সন্তান মারা গেলে আমি তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, আল্লাহকে ভয় করো, এই মুসিবতের বিনিময়ে সওয়াবের প্রত্যাশা করো এবং সবর অবলম্বন করো। সে বলে, আমার মুসিবত অনেক কঠিন, ধৈর্যহীন হলেই তো আর তা চলে যাবে না।

আম্বিয়া (আ:) দের জীবনে সবর

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে সবর-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ছিল ধৈর্য ও সবরের উজ্জ্বল উদাহরণ। নবুয়তের পথ কখনোই সহজ ছিল না; বরং তা ছিল কষ্ট, বিপদ, অবজ্ঞা এবং নানা প্রতিকূলতার

মধ্য দিয়ে অতিবাহিত। তবু তিনি সবর ও দৃঢ়তার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গেছেন। তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই আমরা সবরের অনন্য শিক্ষা পাই।

মক্কার জীবনে তিনি তীব্র নির্যাতনের শিকার হন। যখন তিনি এক আল্লাহর দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন, তখন কুরাইশ নেতারা তাকে মিথ্যাবাদী, জাদুকর এবং পাগল বলে উপহাস করত। তারা তাকে সমাজচ্যুত করার চেষ্টা করত, এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রও করত। তায়েফে দাওয়াত দেওয়ার সময় তিনি মারাত্মকভাবে অপমানিত হন। শহরের শিশু-কিশোররা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে আহত করে। সেই মুহূর্তেও তিনি প্রতিশোধের চিন্তা করেননি; বরং আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, যেন তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা হয়।

মদীনায় হিজরতের পরও রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। বদর, উহুদ, এবং খন্দকসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি নিজে আহত হন, তবুও সাহাবিদের প্রেরণা দিয়ে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেন। তার প্রিয় চাচা হামজা (রা.)-এর নির্মম শাহাদাতের পরও তিনি কেবল আল্লাহর কাছে ধৈর্যের সাহায্য চেয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি অনেক কষ্টের সম্মুখীন হন। তার প্রিয় স্ত্রী খাদিজা (রা.) এবং সন্তানদের মৃত্যু তাকে গভীর শোকাহত করেছিল। কিন্তু এসব পরিস্থিতিতেও তিনি সবরের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি বলেন:

"বিপদে সবরের অর্থ হলো, প্রথম ধাক্কাতেই ধৈর্য ধারণ করা।" *(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)*

রাসুলুল্লাহ (সা.) শুধু নিজের জীবনে সবরের উদাহরণ স্থাপন করেননি; বরং তিনি তার উম্মতকেও সবর ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

"মুমিনের জীবনের সব কিছুই তার জন্য কল্যাণকর। সুখের সময় সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, আর কষ্টের সময় সে ধৈর্য ধারণ করে।" *(সহিহ মুসলিম: ২৯৯৯)*

তার এই জীবনদর্শন আমাদের জন্য একটি আদর্শ। কষ্ট ও বিপদে তিনি কখনো হতাশ হননি; বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গেছেন। তার সবরের জীবন আমাদের শিখিয়ে যায়, যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের ধৈর্যশীল ও অবিচল থাকতে হবে। কারণ ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব এবং পরকালে জান্নাতের পুরস্কার নিশ্চিত করা যায়।

ইবরাহিম (আ.) এর জীবনে সবর –

ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবন ধৈর্য ও সবরের এক অনন্য উদাহরণ। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী এবং বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সত্যিকারের বন্ধুর মর্যাদা লাভ করেন। ইবরাহিম (আ.)-এর সবরের পরীক্ষা শুরু হয় তার নিজের পরিবার থেকেই। যখন তিনি এক আল্লাহর দাওয়াত নিয়ে তার জাতি ও পরিবারের মধ্যে প্রচার শুরু করেন, তখন তার নিজের পিতা তাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং

উপহাস করেন। পিতা তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দেন এবং ত্যাগ করার হুমকি দেন। ইবরাহিম (আ.) তবুও ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে সত্যের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন।

ইবরাহিম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার ঘটনাটি ছিল তার ধৈর্যের আরেকটি পরীক্ষার উদাহরণ। যখন তার জাতি মূর্তিপূজার বিরোধিতা করায় তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চায়, তখনও তিনি একটুও বিচলিত হননি। তিনি আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে বলেছিলেন: **"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।"** আল্লাহ তাকে আগুনের শীতল ও নিরাপদ করে দেন, যা তার অটুট ধৈর্য ও ঈমানের পুরস্কার।

ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনের আরেকটি চরম ধৈর্যের পরীক্ষা ছিল তার পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে কোরবানি করার প্রস্তুতি। স্বপ্নে আল্লাহর আদেশ পাওয়ার পর তিনি কোনো প্রশ্ন ছাড়াই সেই নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত হন। তিনি ইসমাইল (আ.)-কে তার সিদ্ধান্ত জানালে পুত্রও বিনা দ্বিধায় সবর ও আনুগত্যের শিক্ষা প্রদর্শন করে বলেন: **"হে পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তা-ই করুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।"** (সূরা আস-সাফফাত: ১০২)। এই অসীম ধৈর্য এবং আত্মত্যাগের জন্য আল্লাহ তাদের পরিবর্তে একটি দুম্বা প্রেরণ করেন এবং ইবরাহিম (আ.)-এর এই কোরবানি চিরকালীন স্মরণীয় করে রাখেন।

ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনে ধৈর্যের আরও একটি উদাহরণ ছিল তার স্ত্রী হাজেরা ও শিশু ইসমাইল (আ.)-কে মক্কার নির্জন মরুপ্রান্তরে রেখে আসার ঘটনা। আল্লাহর নির্দেশে তিনি তাদের নির্জন স্থানে রেখে আসেন এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখেন। হাজেরা (আ.)-ও ধৈর্যের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে পানির খোঁজে ছুটে যান। এই ধৈর্যশীলতার ফলস্বরূপ জমজম কূপের সৃষ্টি হয়, যা এখনো মুমিনদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আছে।

ইবরাহিম (আ.)-এর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে ধৈর্য এবং সবরের মাধ্যমে আল্লাহর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। তার জীবন থেকে আমরা শিখি, যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলা এক মুমিনের জীবনের প্রধান গুণ হওয়া উচিত। ইবরাহিম (আ.)-এর সবর ও আত্মত্যাগ আমাদের জীবনে ধৈর্যের এক মহৎ আদর্শ।

মুসা (আ.) এর জীবনে সবর-

মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর জীবন ধৈর্য ও সংগ্রামের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার পুরো নবুওয়াতের জীবনই ছিল বিপদ, চ্যালেঞ্জ এবং আল্লাহর নির্দেশে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে

অতিবাহিত। তিনি সবর, দৃঢ়তা এবং আল্লাহর প্রতি অটুট বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন।

মুসা (আ.)-এর ধৈর্যের প্রথম উদাহরণ দেখা যায় তার শৈশবেই। তখন ফেরাউন শিশুপুত্রদের হত্যা করার আদেশ জারি করেছিল। তার মায়ের হৃদয় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলেও আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দেন এবং আদেশ করেন নবজাতক মুসাকে একটি ঝুড়িতে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দিতে। মুসার মা আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন এবং ধৈর্য ধারণ করেন। আল্লাহর পরিকল্পনার ফলে মুসা ফেরাউনের প্রাসাদেই আশ্রয় পান এবং সেখানেই বড় হন।

পরে যখন তিনি নবুয়াত লাভ করেন, তখন তার ধৈর্যের পরীক্ষা আরও কঠিন হয়ে যায়। আল্লাহ তাকে ফেরাউনের কাছে পাঠান দাওয়াত দেওয়ার জন্য। ফেরাউন ছিল অত্যন্ত অহংকারী ও অত্যাচারী। মুসা (আ.)-কে বারবার অপমানিত হতে হয়েছিল এবং তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনো হতাশ হননি। বরং সবর করে বারবার ফেরাউন ও তার জাতিকে সঠিক পথে আসার আহ্বান জানান।

মুসা (আ.)-এর ধৈর্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল যখন তিনি বনি ইসরাইলকে মিসর থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব পান। বনি ইসরাইল ছিল অবাধ্য ও নাফরমান জাতি, যারা প্রায়শই আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করত। যখন আল্লাহ তাদের মিসর থেকে মুক্তি দেন এবং লোহিত সাগর বিভক্ত করে তাদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, তখনও তারা কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে নানা অভিযোগ তুলত। এমনকি তারা মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করে। মুসা (আ.) বারবার ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর সাহায্য চান।

একটি বড় ধৈর্যের পরীক্ষা দেখা যায় যখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে তুর পাহাড়ে আরোহন করেন। ততক্ষণে বনি ইসরাইল তার অনুপস্থিতিতে গরুর মূর্তি বানিয়ে পূজা শুরু করে। ফিরে এসে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পান এবং রাগ প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে তিনি ধৈর্য ধরে তাদের ভুল বোঝান এবং তাওবার জন্য আহ্বান জানান।

মুসা (আ.)-এর ধৈর্যশীলতা তার নবি হওয়ার দায়িত্ব পালনে প্রতিটি পদক্ষেপে স্পষ্ট। তিনি ফেরাউনের অত্যাচার, বনি ইসরাইলের অবাধ্যতা এবং নিজের জীবনের নানা কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এগিয়ে গেছেন। তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের শেখায়, কঠিন সময়ে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর নির্ভরতা আমাদের বিজয়ী করে তোলে।

মুসা (আ.)-এর জীবনের সবরের শিক্ষা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার এক বিশাল উৎস। তার ধৈর্য এবং সংকল্প আমাদের জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে এবং আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করে।

নুহ (আ.) এর জীবনে সবর –

নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জীবন থেকেও আমরা সবরের উদাহরণ পাওয়া যায়। তিনি দীর্ঘ নয়শত পঞ্চাশ বছর ধরে তার জাতিকে এক আল্লাহর উপাসনা করতে এবং শিরক থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময় ধরে তিনি শুধু তাদের থেকে উপহাস, অবজ্ঞা এবং প্রতিরোধই পেয়েছেন, কিন্তু কখনো হতাশ হননি বা দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত হননি। বরং তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছেন।

নূহ (আ.)-এর দাওয়াত শুরু হয় তার জাতিকে আল্লাহর একত্ববাদ এবং পরকালীন শাস্তি-পুরস্কারের বিষয়ে সতর্ক করার মাধ্যমে। কিন্তু তার জাতি ছিল অত্যন্ত অবাধ্য। তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছে, তাকে উপহাস করেছে এবং তার কথা শোনার পরিবর্তে নিজেদের বাতিল পথেই চলতে থেকেছে। তারা এমনকি বলত: **"আমরা তো আপনাকে আমাদের মতোই একজন মানুষ মনে করি।"** *(সূরা হুদ: ২৭)*। এমন প্রতিকূলতার মুখেও তিনি ধৈর্য ধরে তাদের কাছে দাওয়াত পেশ করতে থাকেন।

তাদের অবাধ্যতার মাত্রা এতটাই ছিল যে, যখনই তিনি তাদের দাওয়াত দিতেন, তারা নিজেদের কানে আঙুল দিয়ে দিত এবং নিজেদের কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **"তিনি (নূহ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি দিনরাত আমার জাতিকে তোমার দিকে আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই বাড়ায়নি। আমি যখনই তাদেরকে তোমার ক্ষমার কথা বলেছি, তারা তাদের কানে আঙুল দিয়েছে, নিজেদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়েছে, নাফরমানি করেছে এবং ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে।"** *(সূরা নূহ: ৫-৭)*।

নূহ (আ.) তাদের জন্য প্রতিদিন এবং প্রতিরাত অবিরাম দাওয়াত চালিয়ে যান। এমনকি তিনি তাদের ব্যক্তিগতভাবে, জনসমক্ষে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে দাওয়াত দেন। কিন্তু তার জাতির লোকেরা তার কথা অগ্রাহ্য করে এবং নিজেদের ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

নূহ (আ.) ধৈর্যের এক চূড়ান্ত পরীক্ষা দেন, যখন আল্লাহ তাকে নির্দেশ দেন একটি নৌকা নির্মাণ করতে। তার জাতি তাকে আরও বেশি উপহাস করতে শুরু করে, কারণ নৌকা বানানো হয়েছিল এমন একটি স্থানে যেখানে কোনো নদী বা সমুদ্র ছিল না। তারা তাকে পাগল বলে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু নূহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালনে অবিচল ছিলেন।

সবশেষে, যখন নূহ (আ.)-এর জাতি একেবারে আল্লাহর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের পথ থেকে ফিরে আসার কোনো চেষ্টাই করে না, তখন আল্লাহ তাদের ধ্বংস করার জন্য মহাপ্লাবন প্রেরণ করেন। আল্লাহ নূহ (আ.) এবং তার অনুসারীদের সেই নৌকায় রক্ষা করেন।

নূহ (আ.)-এর দীর্ঘ সবর ও ধৈর্যের মাধ্যমে আমরা শিখি যে, আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতা ও বাধা আসতে পারে। কিন্তু ধৈর্য এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আমাদের

শক্তি জোগায় এবং সঠিক পথের উপর অবিচল থাকতে সাহায্য করে। তার জীবন আমাদের শেখায় যে, ধৈর্য ও দৃঢ়তাই সত্যিকারের বিজয়ের চাবিকাঠি।

ঈসা (আ.) এর জীবনে সবর –

তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ মোকাবিলা করেছেন, তাতে তার ধৈর্যশীলতা ও অটুট বিশ্বাস স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঈসা (আ.)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তার অবিচল ধৈর্য ও সাহসিকতার গল্প রয়েছে, যা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা।

ঈসা (আ.) যখন তার জাতিকে এক আল্লাহর উপাসনা এবং সঠিক পথের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ এবং অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার জাতির লোকেরা তাকে অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, এবং জাদুকর বলে অভিহিত করেছিল। তাদের কাছ থেকে তিনি অবজ্ঞা, অপমান এবং বিরোধিতা পেলেও তিনি কখনোই তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। বরং তিনি ধৈর্যের সঙ্গে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে গেছেন।

এছাড়া, ঈসা (আ.)-এর জীবনে এক কঠিন মুহূর্ত আসে যখন তাকে গাছের নিচে শত্রুর হাতে ধরা পড়ার ষড়যন্ত্র করা হয়। আল্লাহ তাকে ঐ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেন এবং শত্রুদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন। যদিও তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নেন এবং তার প্রকৃত অবস্থান গোপন রাখেন। তিনি কোনোভাবেই এই চরম বিপদে ধৈর্যহীন হননি, বরং আল্লাহর সাহায্য ও নির্দেশের ওপর আস্থা রেখে তার কাজ চালিয়ে গেছেন।

ইউসুফ (আ.) এর জীবনে সবর-

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর জীবন ছিল ধৈর্য, সততা, এবং বিশ্বাসের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি বিপদ, বিশ্বাসঘাতকতা, অবিচার এবং পরিবারিক বিচ্ছেদের মতো কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করেছেন। তিনি সব সময় আল্লাহর ওপর আস্থা রেখেছেন এবং ন্যায় ও সঠিক পথে অবিচল থেকেছেন।

ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে প্রথম ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয় তার পরিবার থেকে। তার পিতা ইয়াকুব (আ.) তাকে অনেক ভালোবাসতেন, যা তার ভাইদের মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি করেছিল। ঈর্ষায় পূর্ণ তার ভাইরা তাকে ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাকে একটি কূপে ফেলে দেয়। তারা তার পিতাকে মিথ্যা বলেছিল, যে সে একটি বন্য পশুর হাতে মারা গেছে। এই পরিস্থিতিতে ইউসুফ (আ.) অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করলেও, তিনি আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন

এবং ধৈর্য ধারণ করেন। আল্লাহ তার জন্য এক মহান পরিকল্পনা রেখেছিলেন, যা তিনি জানতেন না।
তারপর তাকে মিশরে বন্দী করা হয় এবং সেখানে নানা অপমান ও বিপদের সম্মুখীন হন। মিশরের এক অভিজাত পরিবারে দাস হিসেবে কাজ করতে গিয়ে, তিনি তার মালিকের স্ত্রীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দেন। যদিও তাকে অপমানিত করা হয়েছিল, তবুও তিনি নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর অর্পণ করেছিলেন এবং সততার সাথে তার ঈমান বজায় রেখেছিলেন। আল্লাহ তার ধৈর্য ও সততার পুরস্কার দেন এবং তাকে মিশরের এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন।
ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল তার ভাইদের কাছে ক্ষমা প্রদানের মুহূর্তটি। যখন তার ভাইরা, যারা তাকে কূপে ফেলে দিয়েছিল, মিশরে খাদ্যের জন্য আসেন, তখন তিনি তাদের চিনতে পারেন। কিন্তু তিনি তাদের প্রতি কোনো প্রতিশোধ বা ক্ষোভ দেখাননি। বরং, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের কাছে আল্লাহর করুণার কথা বলেন। তার এই মহানুভবতা এবং সবরের কারণে, আল্লাহ তাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং তাকে এক শক্তিশালী অবস্থানে স্থাপন করেন।

আইয়ুব (আ.) এর জীবনে সবর –

তিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত রেখে, জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা অতিক্রম করেছিলেন। তার জীবন ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস এবং মহান আত্মত্যাগের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।
আইয়ুব (আ.) ছিলেন অত্যন্ত ধনী ও সুখী একজন ব্যক্তি, তার পরিবার ছিল সুখী এবং তার শরীরে কোনো রোগ ছিল না। তবে একপর্যায়ে আল্লাহ তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন। তার ধন-সম্পদ, পরিবার এবং স্বাস্থ্য সবকিছু একে একে হারিয়ে যায়। তার শরীরে একটি মারাত্মক রোগ বাসা বাঁধে, যা তার দেহের পুরোপুরি ধ্বংসের পথে চলে। তার রোগ ছিল অত্যন্ত কষ্টকর এবং দীর্ঘস্থায়ী। তবুও, তিনি আল্লাহর প্রতি এক বিন্দু অভিযোগ না করে ধৈর্য ধারণ করেন। তার মুখে কোনো অভিযোগের শব্দ উচ্চারণ হয়নি, বরং তিনি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখেন।
আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যের পরীক্ষা আরও কঠিন হয় যখন তার রোগের কারণে তার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারও তাকে ছেড়ে চলে যায়। অনেক সময় ধরে, শুধুমাত্র তার স্ত্রীই তার পাশে ছিলেন, তবে তিনি তার স্ত্রীর কাছ থেকেও কোনো অভিযোগ করেননি। একদিন, তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কখন আল্লাহর সাহায্য চাইবে?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, **"আমি শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব, কিন্তু তা করতে আগে আমি কতকাল আল্লাহর দানে পূর্ণ ছিলেন, তা ভাবুন।"**

আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কারণে, আল্লাহ তাকে আবার সুস্থ করে দেন এবং তার ধন-সম্পদ, পরিবার এবং সুখ ফিরে দেন। আল্লাহ তাকে এই পুরস্কার দেন কারণ তিনি তার কষ্টে কখনও আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস বা অভিযোগ করেননি। আল্লাহ বলেন: **"এবং (তারা) বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি যা ভোগ করছি, তা দুঃখ-কষ্টের (আল্লাহ, আপনি তা দূর করুন), আপনি দয়া করুন, আপনি সবচেয়ে উত্তম দয়ালু।'"** *(সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৩)*।

কুরআন থেকে সবরের গুরুত্ব

ইমাম আহমদ (রহি.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজিদের নব্বই স্থানে সবরের কথা বলেছেন।

প্রথম: সবরের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন:
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
'তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে। ' (সুরা নাহল: ১২৭)
অন্যত্র বলেন:
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
'আপনি আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন।' (সুরা তুর: ৪৮)
সবরের পরিপন্থী বিষয়গুলো বর্জনের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন:
وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ

'তুমি তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। '(সুরা আহকাফ: ৩৫)
আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا

'তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না। ' (সুরা আলে ইমরান: ১৩৯)
অপর আয়াতে বলেন:

وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ

'তুমি মাছওয়ালা ইউনুসের মতো হয়ো না।' (সুরা কলাম: ৪৮)
এককথায়, যত কাজ আল্লাহ নিষেধ করেছেন, সবগুলোই তাঁর নির্দেশিত সবরের পরিপন্থী।

তৃতীয়: সবর সফলতার সোপান। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّه
َلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

'হে ইমানদারগণ, তোমরা সবর করো, সবরে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে সফলকাম হতে পারো।'(সুরা আলে ইমরান: ২০০) দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা আয়াতে বর্ণিত কাজগুলোকে সফলতার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ: সবরকারীর প্রতিদান অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ার সংবাদ প্রদান। আল্লাহ বলেন:

أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

'ওদেরকে দুইবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল। '(সুরা কাসাস:৫৪)

অন্য আয়াতে বলেন:
ٍإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب
'সবরকারীদের তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। ' (সুরা জুমার: ১০)
সুলাইমান ইবনে কাসেম বলেন, 'প্রত্যেক আমলের সওয়াবই জানা যায়, কিন্তু সবরের সওয়াব অজ্ঞাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ٍإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب

'সবরকারীদের তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। ' (সুরা জুমার: ১০)
তিনি উপমা দিয়ে বলেন, মুষলধারে বর্ষণের মতো।'

পঞ্চম : দ্বীনের ইমামত ও নেতৃত্বের জন্য সবর ও একিনের শর্ত আরোপ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

َوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যেহেতু তারা সবর করেছিল। আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলিতে একিন ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। ' (সুরা সাজদা: ২৪)
সুতরাং, সবর ও একিনের গুণ অর্জনের মাধ্যমে ইমামতের যোগ্য হওয়া যায়।
ষষ্ঠ: সবরকারীরা আল্লাহর সাহচর্যধন্য ও সফলকাম। কোরআনে এসেছে:

َإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين

'নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন। ' (সুরা আনফাল: ৪৬)
আবু আলি বলেন, 'সবরকারীরা উভয় জাহানে সফলকাম হবে। কেননা, তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে।'

সপ্তম: আল্লাহ তায়ালা সবরকারীদের জন্য এরূপ তিনটি বিষয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন, যা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটাননি। সেগুলো হলো: ক. আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর সালাত বা বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ। খ. রহমত অবতরণ। গ. হেদায়ত দান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن َرَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون

'তুমি সুসংবাদ দাও সবরকারীদের-যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত। ' (সুরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭)
সালাফের কেউ বিপদে পতিত হলে বলতেন, আমার কী হলো! কেন আমি সবর করছি না? অথচ আল্লাহ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, সবর অবলম্বন করলে তিনি আমাকে এরূপ তিনটি নেয়ামত দান করবেন, যার প্রত্যেকটি দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম।'

অষ্টম: আল্লাহ সবরকে মুমিনের সাহায্যকারী ও তার জীবনপথের পাথেয় বানিয়েছেন এবং সবর অবলম্বনের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআনে এসেছে:

ِوَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة

'তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ কাছে সাহায্য চাও।' (সুরা বাকারা: ৪৫)

যে সবর অবলম্বন করে না, তার সাহায্য লাভের কোনো উপায় নেই।

নবম: আল্লাহর সাহায্য লাভ করার জন্য শর্ত হলো, সবর ও তাকওয়া।

কোরআনে কারিমে এসেছে:

َبَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِين

'হ্যাঁ নিশ্চয়, যদি তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। ' (সুরা আলে ইমরান: ১২৫)
তাই নবি কারিম বলেছেন:

واعلم أن النصر مع الصبر

'জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য আসবে ধৈর্যের মাধ্যমে।'

দশম: আল্লাহ তায়ালা সবর ও তাকওয়াকে দুশমনের ফাঁদ ও প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার মোক্ষম হাতিয়ার বানিয়েছেন। বান্দা যদি শয়তানের কৌশল ব্যর্থ করে দিতে চায়, তবে সে যেন এই দুই অস্ত্র ব্যবহার করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ٌوَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط

'তোমরা যদি সবরকারী হও এবং মুত্তাকি হও, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। ' (সুরা আলে ইমরান: ১২০)
একাদশ: জান্নাতে ফেরেশতারা সবর অবলম্বনের কারণে মুমিনদের সালাম দেবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

ِوَالمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ . سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار

'আর ফেরেশতাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে আগমন করবে এবং বলবে, তোমরা সবর করেছ বলে তোমাদের কত শান্তি! কত উত্তম এই পরিণাম!!' (সুরা রাদ: ২৩-২৪)

দ্বাদশ: আল্লাহ তায়ালা জুলুমের সমপরিমাণ বদলা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তারপর অত্যন্ত জোরদার কসম খেয়ে বলেছেন, সবরই তাদের জন্য সর্বোত্তম। কোরআনে এসেছে:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِين

'যদি তোমরা শাস্তিই দিতেই চাও, তবে ঠিক ততটুকু শাস্তি দেবে যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা সবর অবলম্বন করলে ধৈর্যশীলদের জন্য এটিই উত্তম। ' (সুরা নাহল: ১২৬)
আয়াতে আরবি 'ওয়াও' অব্যয়টি কসমের দিকে ইঙ্গিত করছে। তারপর 'লাম' অব্যয় প্রয়োগ এবং শর্তের জবাবেও 'লাম' অব্যয়ের ব্যবহার দেখে বোঝা যায়, এখানে কত জোরদারভাবে আল্লাহ শপথ করেছেন।

ত্রয়োদশ: আল্লাহ তায়ালা নেক আমল ও সবরের বদলে ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদানের কথা ঘোষণা করেছেন। কোরআনে এসেছে:

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِير

'কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ' (সুরা হুদ: ১১)

অনেক লোক আছে যারা মুসিবতে হতাশ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর সুখ ও সাচ্ছন্দ্যে গর্ব ও অহংকার করে; তারা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিন্দিত। উপরোক্ত আয়াতে নিন্দিত লোকদের তালিকা থেকে সবরকারী ও নেককারদের বাদ দিয়েছেন। এখান থেকে বোঝা যায়, সবর ও নেক আমল ব্যতীত নিন্দা থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। অনুরূপভাবে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার লাভ করতে চাইলেও প্রয়োজন এই দুটি মহৎ গুণ।

চতুর্দশ: মুসিবতে সবর অবলম্বন করাকে আল্লাহ তায়ালা দৃঢ়সংকল্পের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। দৃঢ়সংকল্প করা হয় গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور

'অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, এটি তো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। ' (সুরা শুরা: ৪৩)
হজরত লুকমান তার সন্তানকে বলেন:

ِوَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور

'সৎ কর্মের নির্দেশ দিয়ো আর অসৎ কর্মে নিষেধ কোরো এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কোরো। এটিই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।'
পঞ্চদশ: আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন, তিনি তাদের সাহায্য করবেন এবং সফলতা দান করবেন। এই অঙ্গীকারকে তিনি অভিহিত করেছেন 'কালিমাতুল হুসনা' বা 'শুভ বাণী' বলে। মুমিনরা এই শুভ বাণী লাভ করে সবরের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

'বনি-ইসরাইল সম্বন্ধে তোমার রবের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল।' (সুরা আরাফ: ১৩৭)
ষোড়শ: আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া নির্ভর করে সবরের ওপর। কোরআনে এসেছে:

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيَّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
َوَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين

'আর কত নবি যুদ্ধ করেছে, তাদের সঙ্গে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আল্লাহ সবরকারীদের ভালোবাসেন। ' (সুরা আলে ইমরান: ১৪৬)
সপ্তদশ : সবরকারীরাই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে। কোরআনের দুই জায়গায় কথাটি এসেছে:

ক. সুরা কাসাসে কারুনের ঘটনা। যারা কারুনের মতো ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করেছিল তাদেরকে জ্ঞানীরা বলেছিল:

َوَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُون

'ধিক তোমাদেরকে! যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং সবরকারী ব্যতীত তা আর কেউ পাবে না।' (সুরা কাসাস: ৮০)

খ. সুরা হা-মিম-সাজদায় যেখানে আল্লাহ মন্দের জবাবে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ যদি মন্দ আচরণের জবাবে উৎকৃষ্ট আচরণ করে, তবে উভয়ের মধ্যে শত্রুতার বদলে হৃদ্যতা সৃষ্টি হবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

'এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল; এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা সৌভাগ্যবান।' (সুরা কাসাস: ৮০)
অষ্টদশ: কেবল সবরকারী ও কৃতজ্ঞরাই আল্লাহর নিদর্শন দেখে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং উপকৃত হবে। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

'মুসাকে আমি তো আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলোর দ্বারা উপদেশ দাও।' এতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। ' (সুরা ইবরাহিম: ৫)

অপর আয়াতে বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

'তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলির কিছু প্রদর্শন করেন? এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।' (সুরা লুকমান: ৩১)
অন্যত্র বলেন:

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

'ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা সাবা: ১৯)
অন্য স্থানে আল্লাহ বলেন:

ِوَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ، إِن يَشَأْ يُسْكِنِ
ِالرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور

'তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ। তিনি চাইলে বাতাসকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।' (সুরা শুরা: ৩৩)
কোরআনের বর্ণিত এই চারটি আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল, আল্লাহর নিদর্শনাবলি থেকে কেবল ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞরাই উপকৃত হতে পারে।

উনবিংশ: আল্লাহ তায়ালা সবর অবলম্বনের কারণে হজরত আইয়ুব -এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ٌإِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب

'আমি তাকে ধৈর্যশীল পেলাম। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।' (সুরা সোয়াদ: ৪৪)
সবরের কারণে আল্লাহ তাকে উৎকৃষ্ট বান্দা বলে অভিহিত করেছেন। এখান থেকে বোঝা যায়, যে সবর করে না সে নিকৃষ্ট বান্দা।

বিংশ : যারা হক ও সত্যের অনুসরণ করে না এবং সবর অবলম্বন করে না, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্ত করেছেন। অতএব বোঝা গেল, হকের অনুসারী ও সবরকারী ব্যতীত সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ বলেন:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
ِبِالصَّبْر
'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং সবরের উপদেশ দেয়। ' (সুরা আসর: ১-৩)
ইমাম শাফেয়ি বলেন, 'মানুষ যদি কেবল এই সুরাটি উপলব্ধি করতে পারত, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।'

দুটি শক্তির পূর্ণতার মধ্যেই বান্দার মাহাত্ম্য ও সাফল্য নিহিত ইলমের শক্তি ও আমলের শক্তি। অন্য কথায়, ইমান ও নেক আমল। সে নিজে যেমন এই দুই শক্তির পূর্ণতার মুখাপেক্ষী,

অন্যদেরও এই দুই শক্তিতে বলীয়ান করা জরুরি। অর্থাৎ হকের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ। আর এই সবগুলোর মূল ভিত্তি হলো সবর।

একবিংশ : আল্লাহ তায়ালা কেবল তাদেরকেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করে; আর অন্যদেরকেও এই গুণ অর্জনের উপদেশ দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

'তারপর সে অন্তর্ভুক্ত হয় মুমিনদের এবং তাদের, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবর অবলম্বনের এবং রহমত ও দয়া-দাক্ষিণ্যের। তারাই সৌভাগ্যশালী।' (সুরা বালাদ: ১৭-১৮)
সুতরাং সৌভাগ্যশীল হওয়া নির্ভর করে উক্ত গুণ দুটির ওপর। আর এই গুণ দুটির বিচারে মানুষকে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. যার সবর ও রহমত দুটোই আছে; সে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

খ. যার সবরও নেই, রহমতও নেই; সে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

গ. যার সবর আছে, রহমত নেই।

ঘ. যার সবর নেই, রহমত আছে।

দ্বাবিংশ : আল্লাহ তায়ালা সবরকে ইসলামের সকল রুকন ও ইমানের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।

সবরকে সালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ বলেন:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة

'সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। ' (সুরা বাকারা: ৪৫)
নেক আমলে সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে বলেন:

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات

'তবে যারা সবর করেছে এবং নেক আমল করেছে। '(সুরা হুদ: ১১)
তাকওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে বলেন:

ْإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি মুত্তাকি ও ধৈর্যশীল। '(সুরা ইউসুফ: ৯০)
শোকরের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন:

ٍإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور

'নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ' (সুরা ইবরাহিম: ৫)
হক ও সত্যের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন

ِوَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر

'পরস্পর হকের উপদেশ দেয় ও সবরের উপদেশ দেয়। ' (সুরা আসর: ৩)
অরহমতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করে বলেন:

ِوَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَة

'তারা পরস্পরকে সবরের উপদেশ দেয় এবং রহমত দয়া- দাক্ষিণ্যের উপদেশ দেয়।' (সুরা বালাদ: ১৭)
একিনের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন:

َلَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون

'যেহেতু তারা সবর করেছিল আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাসী।' (সুরা সাজদা: ২৪)
সত্যের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন:

ِوَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَات

'সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী মহিলা, সবরকারী পুরুষ ও সবরকারী মহিলা। '(সুরা আহজাব: ৩৫)

পরিশেষে বলব, আল্লাহ তায়ালা সবরকে তাঁর সাহচর্য, ভালোবাসা, সাহায্য ও উত্তম পুরস্কারের মাধ্যম বানিয়েছেন; সবরের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলতের জন্য এর সামান্য অংশও যথেষ্ট ছিল।

সবর বাড়ানোর উপায়

অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে সবরের চর্চা করতে পারি। একদিনেই অথবা রাতারাতি সবর অর্জন করা যায়না, আমৃত্যু সবরের চর্চা করে যেতে হয়। সবর বাড়ানোর কিছু উপায় নিচে দেওয়া হলো:

১. আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করা

- আল্লাহ তাআলা বলেছেন: *"নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।"* (সূরা আল-বাকারা: ১৫৩)
- আল্লাহর উপর ভরসা করলে অন্তরে শান্তি আসবে।

২. নামাজ ও দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া

- আল্লাহ তাআলা বলেন: *"তোমরা সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।"* (সূরা আল-বাকারা: ১৫৩)
- বিপদে-আপদে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

৩. পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন ও তিলাওয়াত করা

- কুরআনের আয়াতগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং বুঝলে ধৈর্য ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।
- বিশেষ করে সূরা আসর এবং সূরা বাকারা এর সবর সম্বলিত আয়াত পড়ার চেষ্টা করা।

৪. দুনিয়ার সাময়িকতার কথা মনে করা

- জীবনের কষ্টগুলো চিরস্থায়ী নয়।

- মহানবী (সাঃ) বলেছেন: *"মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি অবস্থা তার জন্য কল্যাণকর।"* (সহিহ মুসলিম)

উপসংহার

সবর (ধৈর্য) ইসলামে একটি অমূল্য গুণ, যা মানব জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। কুরআন ও হাদিসে সবরের গুরুত্ব বারবার তুলে ধরা হয়েছে। সবর কেবল একটি নৈতিক গুণ নয়, বরং এটি ইমানের অর্ধেক এবং সফলতার অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি। এটি মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে, সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শক্তি দেয় এবং আল্লাহর প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও ভরসা স্থাপন করতে শেখায়।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও সাহাবাদের জীবন থেকে আমরা সবরের অনন্য উদাহরণ পাই। তাঁরা সবর প্রদর্শনের মাধ্যমে বিপদে ধৈর্য ধারণ করেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে আপসহীন থেকেছেন।

সবরের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয় এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি লাভ হয়। পারিবারিক জীবন, দ্বীনি দাওয়াত, জ্ঞানার্জন এবং রিজিকের পেরেশানিতে সবর মানুষকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে শেখায়। কঠিন সময়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং সবরের চর্চা একজন মুমিনকে প্রকৃত সাফল্যের পথে নিয়ে যায়।

অতএব, আমাদের উচিত প্রতিদিনের জীবনে সবর চর্চার মাধ্যমে একটি উন্নত চারিত্রিক গুণ অর্জন করা, যা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে। সবরকে আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলা হোক আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও ইমানের প্রকাশ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ধৈর্যশীল বানান এবং সবরকারীদের দলে শামিল করুন। আমিন।

রেফারেন্স

১. www.alkawsar.com

২. সবর ও শোকর: পথ ও পাথেয়

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম জাওজিয়া রহ.